বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

মুফতী মাওলানা মনসূরুল হক
শাইখুল হাদীস ও প্রধান মুফতী
জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
সাত মসজিদ মাদরাসা
মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর

প্রকাশকাল
জানুয়ারী-২০০৭ ঈসায়ী
যিলক্বদ-১৪২৭ হিজরী

সর্বস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়াঃ সত্তর টাকা মাত্র

www.islamijindegi.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভুমিকা	৪
ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কিতাবে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ	৮
আখিরী নবী ﷺ এর কতিপয় গুণাবলী	৯
রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষনবী হওয়ার দলীল	১০
রাসূলুল্লাহ ﷺ- কে উম্মী করার কারণ	১২
তাউরাতের সাথে ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা	১৮
ইঞ্জিল বা বাইবেলের সাথে খৃষ্টানদের বিশ্বাস ঘাতকতা	২২
মুহাম্মদ ﷺ আখিরী নবী হওয়ার ব্যাপারে ইঞ্জিল শরীফ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি	২৫
সম-সাময়িক ঘটনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি	৩০
তাওরাত থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি	৩৬
বেদ-পুরাণে হযরত মুহাম্মদ ﷺ	৪১
অথর্ববেদে হযরত মুহাম্মদ ﷺ	৪৪
যিনি মাতৃ দুগ্ধ পান করেন নাই	৫১
সম্রাজ্যধারী ও বিশ্বমানবকে দীপ্তিদানকারী	৫২
বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযান	৫৮
মক্কা বিজয়	৫৯
দশ সহস্র অনুচরসহ মামহ	৬১
মহাভারতের ভবিষ্যদ্বাণী	৬৩
মূর্তি পূজা লোপকারী কল্কি	৭০
এসব তথ্য হিন্দুরা কেন জানেনা?	৭১
ভারতবর্ষের হিন্দুদের করণীয়	৭২
বৌদ্ধদের কিতাবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ	৭৪
পার্শী ধর্মশাস্ত্রে মহানবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ	৭৫
অমুসলিম এন,জি,ও- দের ব্যাপারে মুসলমানদের করনীয় কি?	৭৬

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত করে সৃজন করেছেন। যিনি আমাদেরকে উম্মতে মুহাম্মাদী তথা শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম সেই নাবীয়ে রহমত সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যার মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা একদিকে যেমন নবুওয়াতের ধারাকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে, অপরদিকে উম্মতে মুহাম্মাদীকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছিয়েছেন। কিয়ামত তক আর কেহ উম্মতে মুহাম্মাদীর চেয়ে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারবে না । কেননা আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

‘যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম বেছে নিবে সে কস্মিনকালেও সফলকাম হতে পারবে না এবং সে হবে চরম ক্ষতি গ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত’। (সূরা আল ইমরান, আয়াত-৮৫)

পথতো দু’টিই- সত্য ও অসত্য। তৃতীয় কোন পথতো নেই। কাজেই প্রতিটি মানুষ প্রকৃত অর্থে সফলকাম হতে হলে তাকে সর্বশেষ সত্য ধর্ম ইসলামে দীক্ষিত হতেই হবে।

* ইসলাম যে একমাত্র আল্লাহর মনোনীত ধর্ম এবং ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সেটা শুধু মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীমই বলেনি; বরং পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সহজে বলা যায়, ইসলামপূর্ব যত নবী-রাসূল পৃথিবীর বুকে আগমন করেছেন তাদের প্রত্যেকেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শ্রেষ্ঠত্বকে একবাক্যে স্বীকার করেছেন এবং নিজ নিজ উম্মতদের বলেছেন- যদি তোমারা প্রকৃত অর্থে আমার অনুসারী হয়ে থাক তবে শেষ নবী ﷺ যখন আগমন করবেন তখন তোমরা তার আনুগত্যে নিজেদেরকে একাকার করে দেবে। বুঝা গেল ইসলাম ছাড়া বাকী সকল ধর্মাবলম্বীরা যদি সত্যিকারার্থে তাদেরই নবী ও কিতাবের অনুসরণ করতে চায় তাহলে মুসলমান হওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই।

* কিন্তু আমরা যারা মুসলমান আছি এ ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব কি? অমুসলিম ভাইদের প্রতি ইসলাম ধর্মের দাওয়াত পৌঁছানো কি আমাদের উপর জরুরী? কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানব-দানবের

www.islamijindegi.com

হেদায়েতের জন্য কি বিশ্বনবী দুনিয়াতে প্রেরিত হন নি? ইসলামের দাওয়াত ও পরিচয় না পেয়ে ঈমান হারা হয়ে যারা মারা যাচ্ছে তারা কি মুসলমানদেরকে দায়ী করবে না?

এ ব্যাপারে অবশ্যই আল্লাহর দরবারে আমাদের জবাবদিহী করতে হবে।

আমাদের দায়িত্ব হলো- নিজেদের ঈমানকে মুকাম্মাল করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে ইসলামরে সভ্যতা-আদর্শ ও সত্যতার উপর অনুপ্রাণিত করে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। তবে নিশ্চয় সেটার মূল পুঁজি হবে আখলাকিয়্যাত। সেই সাথে মুসলমানদের এটা অবশ্যই প্রমাণিত করতে হবে যে, 'ইসলাম যিন্দা হোয়া হ্যায় আখলাক ছে, না তলওয়ার ছে।'

অধুনা সাধারণ শিক্ষিতদের অনেকে বাংলা কুরআন পড়ে বিজ্ঞের মত বলে থাকেন আল্লাহ কি বলেন নি- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْن
অর্থ: 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে আমাদের ধর্ম আমাদের কাছে।' তবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেওয়ার কি প্রয়োজন?

জবাবে আমরা এ কথা বলব না যে আপনি ভুল বলেছেন, বলব আপনি এর মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হননি, কেননা এর মর্মার্থ হল- কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না।

আর যদি মেনেও নেয়া হয় তবে সে ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে, আল্লাহতো এটাও বলেছেন যে, بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ
অর্থ: " তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা তোমার কাছে পৌঁছানো হয়েছে তুমি তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও।" তাহলে এ কথার কি অর্থ? কাজেই আমাদের আরও শিখতে হবে, জানতে হবে আরও অনেক কিছু। আর এর জন্য দীনী কিতাবাদী পড়ার কোন বিকল্প নেই।

* আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আজ অমুসলিমদের ইসলাম কবূল করার পথে প্রধান অন্তরায় মুসলমানরা। কেননা কিতাবের ইসলামের সাথে তাদের চরিত্রের কোন মিল নাই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে-

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

অর্থ: ‘তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব-২১)

হযরত সাহাবায়ে কিরাম রাযি., সেই আদর্শে আদর্শবান হয়েছিলেন বলেই সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। চীন, আফ্রিকা সহ বিশ্বের অনেক জায়গায় তাদের কবর পাওয়া যায়। আজ আমরা নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়েছি। নবীর অনুপম আদর্শকে আমরাই জবাই করে দাফন করছি, এবং তদস্থলে অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট লোকদের চাল-চলনকে আধুনিকতার নামে অন্ধ ভাবে গ্রহণ করছি এবং তাতেই ইযযত, শান্তি ও সফলতা খুঁজছি। আমাদের হীনমন্যতা আজ চরম সীমায় পৌঁছেছে। আমাদেরকে সারা বিশ্বের মানবমন্ডলীর কল্যাণার্থে সৃষ্টি করা হয়েছিল,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾(সূরা আলে ইমরান-১১০)

অথচ সে কথাও আজ আমরা ভুলে গেছি। আর এ সব কিছুর কারণ, আমরা কুরআন ও হাদীসের ইল্‌ম থেকে উদাসীন। তাই আমাদের কর্তব্য, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শে আদর্শবান হওয়া। আর তখনই আমাদের দেখে অসংখ্য অমুসলিম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে উভয় জগতে ধন্য হবে।

মনসূরুল হক
২২-১২-২০০৬ ইং

www.islamijindegi.com

باسمه تعالى

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي رَسُوْلِهِ الكَرِيْم

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন: إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ ۗ

অর্থঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৯)

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ

অর্থ : আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার নি‘আমতকে করলাম পূর্ণ এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়িদাহ, আয়াতঃ ৩)

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الاِسْلَامَ جِيْنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي لا خِرَ ةِ منَ اصَّا لِحِيْن

অর্থঃ যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা আল-ইমরান, আয়াত-১৯)

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের কিতাবে

মহানবী হযরত সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

তরজমা: “সেই সকল আহলে কিতাব লোকেরা এমন উম্মী নবী-রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণ করে থাকে, যাঁকে তারা নিজেদের নিকটে তাওরাত এবং ইঞ্জিলে লিখিত ভাবে পেয়ে থাকে (যে, নবীর সিফাত এটাও যে) ওই নবী তাদেরকে নেক কাজের হুকুম দিয়ে থাকেন, মন্দ কাজ করতে নিষেধ করেন, পবিত্র জিনিষ সমূহকে হালাল ঘোষণা করেন (যদিও সেগুলো বনী ইসরাঈলের উপর হারাম ছিল) অপবিত্র জিনিষ সমূহকে (পূর্বের শরী‘আতের ন্যায়) হারাম বলেন এবং তাদের উপর (আগের শরী‘আত কর্তৃক যে) বোঝা ও তাওক

www.islamijindegi.com

(অর্থাৎ কঠিনতম হুকুম-আহকাম) অর্পিত ছিল তা অপসারণ করেছেন। মোদ্দা কথা, যারা ওই নবীর উপর ঈমান আনে, তাঁকে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে মান্য করে, তাঁকে সাহায্য-সহায়তা করে এবং ওই নূরের অনুসরণ করে, যা সেই নবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে; এ সমস্ত লোকেরাই পরিপূর্ণ কামিয়াবী হাসিল করবে।" (সূরা আ'রাফ-১৫৭)

তাফসীর: বর্ণিত আয়াতে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টান জাতি থেকে যারা মুসলমান হয়ে সৌভাগ্যবান ও প্রভূত কল্যাণ মণ্ডিত হয়েছেন, তাদের কথা বিবৃত হয়েছে এবং সেই সাথে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি নাজিল কৃত আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে সকল আলামত ও গুণাবলী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ বর্ণনা করা হয়েছে। আয়তটির পরিশেষে মহান আল্লাহ্ বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামের যথার্থ অনুসরণই কামিয়াবীর একমাত্র উপায় ও অবলম্বন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

আখিরী নবী ﷺ এর কতিপয় গুণাবলী

আয়াতটির আলোকে আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কতিপয় গুণাবলী আলোচ্য আয়াতটিতে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যে সকল গুণাবলীর অবতারণা করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ:

ক) আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল বলে সম্বোধন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সোয়া লক্ষ আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. মধ্যে আল্লাহ তা'আলা মাত্র তিন শত তের জনকে রাসূলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। নবী ও রাসূলের মধ্যে মর্যাদা ও বিধানগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। রাসূলগণের মর্তবা সাধারণ নবীগণের ঊর্ধ্বে। সংজ্ঞা হিসেবে নবী বলতে বুঝায় যিনি আল্লাহর পয়গাম বান্দাদের নিকট পৌছিয়ে থাকেন। তাঁর উপর স্বতন্ত্র কিতাব নাযিল হওয়া বা তাঁকে নতুন শরী'আত প্রদান করা শর্ত নয়। অপর দিকে রাসূল বলা হয়, এরূপ দীন প্রচারক নবীকে; যাঁকে নতুন কিতাব ও নতুন শরী'আত প্রদান করা হয়েছে । অথবা কোন কাফির সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। সেই স্বতন্ত্র আসমানী কিতাব ও নতুন শরী'আত প্রাপ্ত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে "সাইয়্যিদুল মুরসালীন বা রাসূলগণের সরদার" মনোনীত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষনবী হওয়ার দলীল

খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আয়াতটিতে ‘নবী’ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত: তিনি সোয়া লক্ষ আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান ছিলেন। যেমন- তিনশত তের জন রাসূলের মধ্যে সকলের সরদার ছিলেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাঁকে নবী বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তদুপরি তিনি ছিলেন- “খাতামুন নাবিয়্যীন” বা সর্বশেষ নবী। অর্থাৎ তাঁর দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. সিলসিলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন হবে না। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানব-দানবের জন্য এক মাত্র নবী। তার আগমনের পর যে কেউ নতুন ভাবে নবী হওয়া দাবী করবে, সে ভণ্ড, মিথ্যুক ও ভ্রষ্ট পরিগণিত হবে। বুঝানো এবং বল প্রয়োগের পরেও সে তওবা না করলে, ইসলামী শরী‘আতের বিধান মুতাবিক সকল মুসলমানের জন্য তার বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে কতল করা জরুরী। যেমন- হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাযি. মুসাইলামাতুল কাযযাব-এর বিরুদ্ধে জিহাদ করে তাকে ও তার অনুসারীদেরকে কতলের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী হওয়ার দলীল কুরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের-এর উপর যা নাযিল হয়েছে এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের উপর যা নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান রাখে। কোথাও একথা বলা হয়নি যে, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরবর্তী নবীদের উপর যা কিছু নাযিল হবে” তার উপরও তারা ঈমান আনবে। যদি শেষ নবীর পর কোন নবীর আগমনের সম্ভাবনা থাকত, তাহলে এ বাক্যটি বর্ধিত করা একান্ত জরুরী ছিল। যাতে লোকরা সেই নতুন নবীদের বিরোধিতা করে কাফির না হয়ে যায়। যেমনিভাবে অন্যান্য পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে পরবর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

তাই পবিত্র কুরআনে কোথাও হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরে আগমনকারী কোন নবীর প্রতি ঈমান আনয়নের নির্দেশ না দেয়াই একথার জাজ্বল্য প্রমাণ যে, হযরত মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী। কুরআনে কারীমের সূরা আহযাব, আয়াত-৩৮ এবং কয়েক শত সহীহ হাদীস দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতামুন নাবিয়্যীন বা

www.islamijindegi.com

সর্বশেষ নবী। আর তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সকলের সরদার। তাঁর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা নবুওতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এ বন্ধ দরজা খোলার জন্য বিভিন্ন বাতিল ফিরকা নানা ভাবে বিভিন্ন পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়েছে। বলা বাহুল্য-কাদিয়ানীরা "জিল্লী নবী" বা "ছায়া নবী" নাম দিয়ে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বানাতে চেষ্টা করে কাফির হয়েছে। শিয়া ইছনা আশারা সম্প্রদায় এমন ১২ জন ইমামের প্রবজ্ঞা হয়েছে, যাদের ক্ষমতা নবীগণ থেকেও উর্ধ্বে বলে তারা জ্ঞান করে। কারণ-তাদের ধারণায় তাদের ইমামগণ যে কোন মুহূর্তে যে কোন হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম ঘোষণা করার অধিকার রাখেন। এ সকল শিয়ারা এ ধরনের ইমামের আক্বীদা পোষণ করে। বস্তুত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাতামুন্নাবিয়্যীন হওয়াকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছে এবং কাফিরদের দলভুক্ত হয়েছে। বিস্তারিত বর্ণনা এ আলোচনা উদ্দেশ্য নয়। মোদ্দা কথা, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ও খাতামুননাবিয়্যীন অর্থাৎ একদিকে সকল নবীগণের সরদার ও শ্রেষ্ঠ অপর দিকে ছিলেন সর্বশেষ নবী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উম্মী করার কারণ:

গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উল্লেখিত আয়াতে "উম্মী" বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি গতানুগতিক লেখা-পড়ায় শিক্ষিত নন; তিনি কোন মানুষ থেকে প্রচলিত ধারায় লেখা-পড়া বা জ্ঞানার্জন করেন নি। তাঁর জ্ঞান সমুদ্র বা জ্ঞান ভাণ্ডার ছিল সরাসরি খোদা প্রদত্ত। তিনি বলেন- "আমাকে আমার প্রতিপালক শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমার শিক্ষাকে তিনি খুবই সুন্দর করেছেন।" কানযুল উম্মাল, হাদীস নং-৩১৮৯২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "উম্মী" করার কারণ হল, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি দুনিয়ার কারো থেকে লেখা-পড়া শিখতেন, তাহলে বিরুদ্ধবাদী লোকেরা তাঁর নবুওয়্যাত সম্বন্ধে নানা প্রকার সন্দেহ ও আপত্তির সুযোগ পেত যে, তিনি শিক্ষিত মানুষ। গবেষণা করে সুন্দর সুন্দর বাক্য তৈরী করে সেগুলোকে ওহী হিসেবে প্রমাণ করছেন এবং স্বঘোষিত ভাবে নবুয়তের দাবী করছেন। এক কথা; তাঁর সমস্ত ইলম, যা তিনি ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন, সবটাই তাঁর সুশিক্ষার ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হত। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদঃ (সুরা আনকাবূত, আয়াত-৪৮)

وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾

www.islamijindegi.com

তাই মহান রাব্বুল আলামীন দয়া করে তাঁকে "উম্মী" রেখে এ সন্দেহের অপনোদন ঘটিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, উম্মী হওয়া সাধারনত: মানুষের জন্য একটা ত্রুটি, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্য উম্মী হওয়াই ছিল মহাগুণ। কারণ সুশিক্ষিত মানুষ বড় কিছু করবেন, সেটাকে স্বাভাবিক নজরে দেখা হয়। কিন্তু একজন উম্মী মানুষ যিনি কারো থেকে একটি অক্ষর ও শিক্ষা গ্রহণ করেননি, তাঁর জন্য এমন জ্ঞানগম্ভীর আলোচনা করা-যা বড় বড় পণ্ডিত-দার্শনিকদের পক্ষেও অসম্ভব, নি:সন্দেহে আশ্চর্য ও আকর্ষণীয় ব্যাপার। আর তা সহীহ নবুওয়্যাতের মজবুত দলীল বা মু'জিযা।

কি মহান কুদরত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৩০ পারার কুরআন মাজীদ পেশ করেছেন, ছয় হাজারের ও ঊর্ধ্বে যার আয়াত সংখ্যা। জোর গলায় চ্যালেঞ্জ করা সত্ত্বেও যে কোন একটি আয়াতের সমমানের এক টুকরা বাক্য তৈরী করাও আজ পর্যন্ত কোন বিধর্মী পণ্ডিতের জন্য সম্ভব হয়নি, কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না। অথচ পবিত্র কুরআনের অসারতা প্রমাণের জন্য তারা সর্বতোভাবে তৎপর ও সব রকম কৌশল অবলম্বনে প্রস্তুত। কিন্তু বার বার তাদেরকে সুযোগ দিয়ে কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর কিতাব বলে বিশ্বাস না হলে সারা বিশ্বের সকল পণ্ডিত মিলে শত চেষ্টা তদবীর করে এর সমতুল্য একটি বাক্য তৈরী করে দেখাও। এ চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান আছে। কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে।

বিধর্মীদের এ ব্যাপারে চেষ্টা ও কম হয়নি। কিন্তু পবিত্র কুরআনের আয়াতের মত একটি আয়াত বানানো আজ পর্যন্ত কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। এ বিষয়টিই একার জন্য যথেষ্ট প্রমাণ যে, পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহর খাছ কুদরতী কালাম। যা উম্মী নবীর পবিত্র জবানে নির্গত হয়ে নবুওয়্যাতের বৃহৎ প্রমাণ মু'জিযা রূপে চির ভাস্কর হয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মী হওয়ার আরো স্বার্থকতা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় জবান মুবারকে যে সব কথা বলেছেন বা যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি সাধিত হচ্ছে, তাঁর কথার যথার্থতা ততই পরিস্ফুট হচ্ছে। যার ফলে যুগে যুগে বহু বিধর্মী শিক্ষিত, বিদ্বান, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক ও ডাক্তারগণ স্বতঃ:স্ফূর্ত ভাবে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন।

ঘ) পবিত্র কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যায়ন সম্পর্কিত বিশেষ গুণ এ-ও বর্ণনা করা হয়েছে যে, "ইয়াহুদী-

খৃষ্টান সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের আসমানী কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত ভাবে পেয়ে থাকে।” এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব এই যে, এ কথা বলা হচ্ছে যে, তারা তাদের কিতাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পেয়ে থাকে, একথা বলা হচ্ছে না যে, তারা রাসূলের সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বর্ণনা ও গুণাবলীর উল্লেখ পেয়ে থাকে। অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিলে তার গুণাবলী ও আলামতেরই বর্ণনা এসেছে। কথার এ বিশেষ পট পরিবর্তনের মধ্যে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাওরাত ও ইঞ্জিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গুণাবলী এত বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, সে গুলোকে দেখা আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখা একই পর্যায়ভুক্ত। এই দুই দেখার মধ্যে বলতে গেলে কোন পার্থক্যই যেন নেই।

এ জন্যই সূরা বাকারার মধ্যে ইরশাদ হয়েছে-“ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমন ধ্রুবভাবে চিনে তাকে, যেমন তাদের ছেলেদেরকে তারা চিনে থাকে।” ঐ আয়াতের তাফসীরে এতটুকুও রয়েছে যে, তাদের ছেলেদের ব্যাপারে তাদের দিলে কিছুটা এ রূপ সন্দেহ থাকতে পারে যে, হতে পারে তাদের স্ত্রীরা খিয়ানত করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে এতটুকু সন্দেহও তাদের ছিল না। শুধুমাত্র দুশমনী ও গোঁড়ামী করে তারা শেষ নবীকে অস্বীকার করত।

ঙ) পবিত্র কুরআনের উদ্ধৃত আয়তটিতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বরাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরো এই গুণ বিধৃত হয়েছে, “তিনি সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করতে থাকেন।” এ গুণটি ব্যাপক, সকল নবী-রাসূলগণের মধ্যেই তা বিদ্যমান ছিল। বরং এটাই তাঁদের আসল দায়িত্ব ও যিম্মাদারী। তবে পার্থক্য এখানে যে, অন্যান্য নবী-রাসূলগণকে বিশেষ এলাকা বা খাস গোত্রের জন্য পাঠানো হত।

তাই তাদের এই দায়িত্ব ছিল নির্দিষ্ট এলাকা, বিশেষ গোত্র ও নির্ধারিত সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামত পর্যন্ত সারা বিশ্বের সমগ্র জাতির জন্য নবী করে পাঠান হয়েছে। কাজেই “তাঁকে আমর বিল মা‘রূফ” এবং “নাহী আনীল মুনকারের” এমন আকর্ষণীয় ও অনন্য যোগ্যতা দান করা হয়েছে যা শিক্ষিত-অশিক্ষিত রাজা-প্রজা রাখাল-মালিক সকলের জন্য সমানভাবে পূর্ণ কার্যকর হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

www.islamijindegi.com

ওয়া সাল্লাম-এর কথা কারো জন্য বুঝতে অসুবিধা হত না। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, যা অন্য মানুষ থেকে সাধারণত আশা করা যায় না। কারণ-তাদের কথা এক শ্রেণীর লোক হয়ত সুন্দরভাবে বুঝে থাকে, আরেক শ্রেণীর লোক হয়ত ভালোভাবে বুঝতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারে এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন যে, তিনি নেহাত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়কে এমন সহজভাবে পেশ করতেন, যা একজন অশিক্ষিত লোকও পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হত। এ বিশেষ যোগ্যতাকে তাওরাত ইঞ্জিলে আরেকটু বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে, “আল্লাহ তা‘আলা তাঁর দ্বারা অন্ধচক্ষু সমূহকে দৃষ্টি সম্পন্ন করে দিবেন। বিধির কর্ণ সমূহকে শ্রবণ উপযোগী করে দিবেন এবং রুদ্ধ অন্তরসমূহকে উন্মুক্ত করে দিবেন।”

চ) আলোচ্য আয়াতে তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আরো একটি গুণের কথা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, “তিনি পবিত্র জিনিষ সমূহকে হালাল এবং অপবিত্র জিনিষসমূহকে হারাম ঘোষণা করবেন।” আয়াতটির বিষয় বস্তুর মর্ম হল বনী ইসরাঈলদের বদ আমলের কারণে যে সব হালাল জিনিষ (যেমন হালাল জানোয়ারের চর্বি ইত্যাদি) তাদের উপর হারাম করা হয়েছিল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সব জিনিষের হারাম হওয়াকে রহিত ঘোষণা করবেন। অন্যথায় এ কথা বলার জরুরত ছিল না। কেননা, পবিত্র জিনিষ সমূহ তো পূর্ব থেকে হালাল হিসেবে চলেই আসছে। অপর পক্ষে অপবিত্র জিনিষ দ্বারা উদ্দেশ্য হল হালাল জানোয়ারের প্রবাহিত রক্ত, মৃত জানোয়ার, শুকর, কুকুর, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, যিনা-ব্যভিচার, জুলুম অত্যাচার ইত্যাদি।

এগুলো পূর্বের শরী‘আতে যেমন হারাম ছিল, তেমনি ভাবে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলোর হারাম হওয়া বহাল রেখেছেন। এটাও তাঁর সত্য নবী হওয়ার প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর শরী‘আত ও পূর্বের শরী‘আত একই ধরনের বিধান অভিন্ন ভাবে বর্ণনা করে। তাওরাত-ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অপর একটি গুণ যা উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে; তা হল-তিনি বনী ইসরাঈল জাতি থেকে বোঝা এবং তাওক অপসারণ করে দিবেন। এখানে বোঝা এবং তাওক দ্বারা ঐ সমস্ত কঠিনতম হুকুম-আহকাম বুঝানো হয়েছে, যা মৌলিক ভাবে দীনের মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল না, বরং বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের ওপর সাজা

হিসাবে অর্পিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে হুকুম হয়েছিল যে, নাপাক কাপড় পানি দ্বারা ধৌত করা যথেষ্ট হবে না, বরং নাপাক জায়গার অংশ কাপড় থেকে কেটে ফেলা জরুরী। জিহাদে প্রাপ্ত গণিমতের মাল খাওয়া হালাল নয়, বরং তা কোন ময়দানে রেখে দিতে হবে। (অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে সেগুলোকে ভস্মীভূত করে দিত) শনিবার মাছ শিকার করা নিষেধ। যে অঙ্গ দ্বারা গুনাহ প্রকাশ পাবে, সে অঙ্গ কেটে ফেলা ওয়াজিব। ভুলক্রমে হত্যা করে ফেললেও কিসাস (মৃত্যুদণ্ড) প্রয়োগ করা হবে, ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করলেন-দীনে ইসলাম সহজ-সরল ধর্ম। অর্থাৎ পূর্বের উম্মতের ন্যায় কঠিনতম কোন হুকুম আমার শরী‘আতে থাকবে না। অতঃপর সহজ-সরল হুকুমের রূপ-রেখা বর্ণনা করে তিনি ইসলাম কবুলকারী ইয়াহুদী-খৃষ্টান সম্প্রদায় থেকে সেই কঠিনতম বোঝা অপসারণ করেছেন।

আয়াতের শেষাংশ :

উক্ত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানসহ সমগ্র বিশ্বের সকল জ্বীন-ইনসানকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন যে, “ আমার শেষ নবীর আগমনের পর তোমাদের নাজাত ও কল্যাণের একটাই মাত্র পথ অবধারিত রূপে রয়েছে, যার কোন বিকল্প নেই, আর তা হল:

ক) শেষ নবীর উপর ঈমান আনয়ন করবে।
খ) তাঁকে সর্বাধিক মুহাব্বাত ও সম্মানের সাথে মান্য করবে।
গ) তাঁর দীনের সাহায্য করবে।
ঘ) তাঁর ওপর নাযিলকৃত কুরআনের পরিপূর্ণ অনুসরণ করবে।”

অধিকাংশ ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা প্রথম নির্দেশ অমান্য করে কাফির হয়েছে। আর যারা প্রথম নির্দেশ মেনেছে, কিন্তু দ্বিতীয় বা তৃতীয়, কিংবা চতুর্থ নির্দেশ পুরাপুরি মানেনি, তারা আংশিক কামিয়াব হলেও পরিপূর্ণ কামিয়াব হতে পারেনি। আর মুষ্টিমেয় অংশ পরিপূর্ণ ভাবে দীনে ইসলামকে কবুল করে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

উল্লেখিত নির্দেশাবলী সাফল্যপ্রার্থী সকলের জন্যই। হযরত সাহাবা রাযি. এ নির্দেশ সমূহের ওপর পরিপূর্ণ ভাবে আমল করে উম্মতের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। প্রত্যেক সাহাবী রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ঈমান এনেছেন। নিজের জান-মাল বিবি-বাচ্চা সব কিছু থেকে নবীকে বেশী মুহাব্বাত করেছেন এবং সম্মান দেখিয়েছেন। তাঁদের মুহাব্বাত ও সম্মানের প্রসিদ্ধ ঘটনা সমূহের সংখ্যা

www.islamijindegi.com

অগণিত, যার বর্ণনার সূচনা করলে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে। কী স্বর্নোজ্জল ইতিহাস যে, একজন মহিলা সাহাবীকে জিহাদের ময়দানে তাঁর স্বামী, বাপ, ভাইয়ের শাহাদতের খবর শুনানো হল, কিন্তু তিনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন? যখন তিনি জানতে পারলেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ আছেন, তখন তিনি বললেন, “ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্থ থাকার খবরের পর আমার আর কোন পেরেশানী নেই।” (সুবহানাল্লাহ) আর রাহিকুল মাখতূম, পৃষ্ঠা-৩৩২

ইতিহাস সাক্ষী-উরওয়া বিন মাসউদকে মক্কাবাসী কাফিররা মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য হুদাইবিয়ার ময়দানে পাঠায়। তিনি সাহাবায়ে কিরামদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, প্রেম ও আনুগত্য দেখে এসে এই রিপোর্ট দিলেন যে, “আমি কিসরা-কায়সারের দরবারে গিয়েছি, নাজাশী বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর সাহাবীদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যে অবস্থা দেখে এসেছি সে অবস্থা আর কোথাও দেখিনি। আমার বিশ্বাস তোমরা মুহাম্মদের সাথে মুকাবিলা করে কোন দিন কামিয়াব হতে পারবে না।

সাহাবায়ে কিরাম রাযি. রাসূলের দীনের সাহায্যার্থে জিহাদের ময়দানে নিজের জীবন পর্যন্ত অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। দীন প্রসারের জন্য দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। দুনিয়ার একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে তাদের কবর খুঁজে পাওয়া যায় কি অপূর্ব ছিল তাঁদের ত্যাগ ও কুরবানী

তাউরাতের সাথে ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা:

(ক) সরাসরি তাউরাতের সাথে ইয়াহুদীরা কি পরিমাণ গাদ্দারী করেছে, তার বর্ণনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের প্রথম পারার বারো আনা নাযিল করেছেন। সে সকল বর্ণনা পাঠ করে প্রতিটি মানুষই উপলব্ধি করতে পারে যে, ইয়াহুদীরা তাদের কিতাব এবং তাদের নবীর সাথে যে গাদ্দারী করেছে, তার দাস্তান কত দীর্ঘ ও বিস্তীর্ণ এবং তাদের গোঁড়ামী কী পর্যায়ের ছিল।

(খ) তাদের কিতাবে মুসা আ. এর পরবর্তী নবীদেরকে মেনে নেওয়ার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা তা না করে অনেক নবীকে কতল পর্যন্ত করেছে। ঈসা আ. কেও কতলের পরিকল্পনা তারা করেছিল; কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা ঈসা আ.কে জীবিত সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নেয়ার

কারণে তাদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। কুরআনে কারীমে সূরা নিসার ১৫৭নং আয়াত তার সাক্ষী।

(গ) ইয়াহুদীদের কিতাবে ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসা নবীকে মেনে নেয়ার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা মানেনি। ঈসা আ. কে কতলের চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর তাঁর দীনকে বিকৃত করার অপচেষ্টা চালিয়ে ঈসা(আ.) এর অনুসৃত দীনকে বিকৃত করে ছেড়েছে। যার সংক্ষিপ্ত ঘটনা নিম্নরূপ:

জনৈক ইয়াহুদী বাদশাহ দেখল যে, খৃষ্টান ধর্ম ক্রমাগ্রসর হচ্ছে। আর তার ধর্ম মন্থর হয়ে যাচ্ছে। তখন সে তার ওযীর আজমের (সেন্টপলের) সাথে পরামর্শ করল। ওযীর বহু চিন্তা-ভাবনা করে বুদ্ধি এঁটে বাদশাহকে বলল, খৃষ্টান ধর্মের এ অগ্রগতি রুখতে হলে, তাদের কিতাবকে বিকৃত করে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর এর সহজতম পন্থা হল-আমি প্রকাশ্যে খৃষ্টান ধর্ম কবুল করব। এ অপরাধে আপনি আমাকে ওযীরের পদ থেকে বরখাস্ত করত: আমার নাক-কান কেটে গাধায় সাওয়ার করে শহর থেকে বের করে দিবেন। তারপরে ঘটনা সাজিয়ে যা করতে হয় তা আমার দায়িত্ব। ওযীরের বিচার-বুদ্ধিতে বাদশাহ পূর্ব থেকেই সন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং বাদশাহ তা-ই করল। ওযীর এভাবে চরম লাঞ্ছিত হয়ে বহিষ্কৃত হওয়ার পর খৃষ্টানরা সহানুভূতি নিয়ে তাকে ঘিরে ধরল। কিন্তু ওযীর কারো সাথে কথা বলতে রাজী হল না। বলল, “এক বৎসর সাধনার পর আমি আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করব।”

এক বৎসর পর সেই ওযীর খৃষ্টানদের উদ্দেশে ঘোষণা কর- “ খৃষ্টান ভাই সকল! বিগত এক বৎসরের মধ্যে হযরত ঈসা আ. কয়েকবার আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং আসল ইঞ্জিল আমাকে দান করেছেন।” সে কিতাবে সে দাবী করল যে হযরত ঈসা আ. স্বয়ং খোদা ছিলেন, খোদাই মানুষের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিজেকে নিজে শূলিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে সমগ্র জগতবাসীর পাপমুক্তির পথ করে গিয়েছেন। সমগ্র জগতবাসীর পাপ তিনি তুলে নিয়ে গিয়েছেন। শুধু তার কথার উপর ঈমান আনা এবং বিশ্বাস করাই মানুষের মুক্তির জন্য যথেষ্ট। শরী‘আতের বিধানের উপর আমল করার কোন প্রয়োজন নাই। শরী‘আত কিছুই নয়, বরং শরী‘আতের উপর আমল করলে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে মানুষের উন্নতি নষ্ট হয়। এ ভাবে হযরত ঈসা আ. এর সম্পূর্ণ শিক্ষাকে সে মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন করে দিল।

অধিকাংশ খৃষ্টানরা তার এ দাবী মেনে নিলো। দু’চার জন হক্কানী পাদ্রী তার এ দাবী অস্বীকার করল। ওযীরের সাথে তাদের তর্ক-বহছও হল।

www.islamijindegi.com

কিন্তু তার বাক-বিতণ্ডার সাথে পাদ্রীগণ পেরে উঠলেন না। তখন বলতে গেলে সম্পূর্ণ খৃষ্টান সমাজ তার কব্জায় এসে গেল। ফলত: সে খৃষ্টান বিশ্বের একক নেতা হয়ে গেল। অতঃপর সে মৃত্যুর পূর্বে অতি গোপনে সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে তার ১২ জন বিশিষ্ট ভক্তের প্রত্যেককে লিখিত ভাবে মরণোত্তর তার খলীফা মনোনীত করল এবং প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিকৃত ও পরিবর্তিত রূপে এক একটা ইঞ্জিল বা বাইবেল দিল। সেই ১২ জনের প্রত্যেকে মনে করেছিল যে, সে-ই একমাত্র উক্ত সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার খলীফা। কিন্তু উক্ত নেতার মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, তার শিষ্যদের মধ্যে ১২ জন একই দাবী করছে এবং প্রত্যেকের নিকট লিখিত খিলাফতনামা ও ইঞ্জিল শরীফ আছে। এর ফলে খৃষ্টানবিশ্ব ১২ জনের প্রত্যেকের দলেই কিছু কিছু করে ভাগ হয়ে পড়ল। তখন স্বাভাবিকভাবে খৃষ্টান সমাজ ১২ ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। আর তাদের বিকৃত ইঞ্জিল হয়ে গেল ১২ প্রকারের। এভাবে খৃষ্টান ধর্মের অবনতি ঘটে ইয়াহুদী বাদশাহর কাঙ্খিত স্বপন বাস্তবায়িত হল। অবশ্য তাদের আপোষে লড়াইয়ের ফলে অধিকাংশ খলীফা নিহিত হল এবং তাদের দল বিলুপ্ত হল। শুধু দু'টি দল শেষ পর্যন্ত টিকে থাকল, যার একটির নাম ক্যাথলিক অপরটির নাম প্রোটেষ্টন্ট। ইনসাইক্লোপেডিয়া অব ব্রিটানিকা ১৭/৩৯৫ , বাইবেল সে কুরআন তক ১/১৭৪-১৭৭, হক্কানী তাফসীর ১/৭১, দ্বিতীয় মুদ্রণ -২০০৩ইং

বর্তমান খৃষ্টানগণ যে খৃষ্টধর্ম পালন করে থাকেন তা মূলত সেন্টপলের আবিস্কৃত একটি মতবাদ মাত্র। যার সাথে ঈসা আ.এর ইঞ্জিলের কোন সম্পর্ক নাই। বর্তমান বাইবেলের বিভিন্ন আয়াত সম্পূর্ণ সেন্টপলের কথা। [বাংলা বাইবেল, মুদ্রণ- ৯৩/২৪৯-২৫০-২৫৭]

ইয়াহুদীদের কিতাবে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনবার্তা এবং তাঁর বিস্তারিত গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে লেখা ছিল। এমনকি মদীনায় থাকা কালীন আওছ-খাযরাজের সাথে যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হলে তারা গর্বভরে বলত, আমাদের কিতাবানুযায়ী কিছু দিনের মধ্যেই শেষনবী ﷺ আবির্ভূত হবেন। তাঁর সাথে মিলে আমরা তোমাদের পরাস্ত করব। তিনি হবেন শেষনবী। তাঁর সাথে আল্লাহর মদদ থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُو (সূরা বাকারা- আয়াত - ৮৯)

এসব কিছুর পরও শেষ নবীর আবির্ভাবের পরে ইয়াহুদীরা মুষিমেয় কয়েকজন ছাড়া ইসলাম ধর্ম কবুল করেনি। বরং শুরু থেকেই তারা ইসলামের বিরোধিতা কর আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে কতল করার অপচেষ্টাও তারা চালিয়েছে। মক্কাবাসীদেরকে নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বার বার প্ররোচিত করেছে ও শক্তি যুগিয়েছে। তাদের এসব চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমানের যমানায় "আবদুল্লাহ বিন সাবা" নামে তাদের এক লিডার ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসে ফেলার দুরভিসন্ধিতে প্রকাশ্য ইসলাম কবুল করে। প্রতারণামূলক ভাবে, মুসলিম নাম গ্রহণকারী ও ইয়াহুদী বাচ্চা ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি সাধনের জন্য যারপর নাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

সে ইসলামের মধ্যে ফিরকা ও বিভক্তি সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে হযরত উসমান রাযি-কে কতল করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিরাট চক্রান্তের জাল বিছিয়ে সে হযরত আলী ও মু'আবিয়ার নেতৃত্বাধীনে মুসলমানদের মধ্যে "জঙ্গে জামাল" ও "জঙ্গে সিফ্ফীন" নামীয় পারস্পরিক ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত করে। তখন তাদের নামকরণ করা হয়েছিল খাওয়ারিজ বা খারিজী সম্প্রদায় রূপে। অবশ্য তারা নিজেদের "কুররা" বলত। এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভবিষ্যতবাণী করে গেছেন যে, "তাদের নামায-রোযা দেখলে তোমরা মনে করবে- তোমাদের নামায-রোযা যেন কিছুই নয়। অথচ ইসলামের গণ্ডি থেকে তারা সম্পূর্ণ বহির্ভূত হবে। হযরত আলী তাদের অনেককে কতল করেছিলেন। ইসলামে যে খাওয়ারিজ, রাওয়াফিজ বা রাফিজী, শিয়া মুতাযিলা ইত্যাদি তিহাত্তর ফিরকা সৃষ্টি হয়েছে, এটি সেই দলেরই চেষ্টার ফসল। এ হল ইয়াহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতার সংক্ষিপ্ত দাস্তান। অন্য সব বাদ দিয়েও শুধু হযরত উসমান গনী রাযি, থেকে পরবর্তী যমানা পর্যন্ত তারা যা কিছু ষড়যন্ত্রমূলক অপকর্ম ঘটিয়েছে; তার বিস্তারিত বিবরণ দিলে কয়েক ভলিউমের বৃহদাকার গ্রন্থ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, অনেক লোক শিয়াদের লিখিত ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে বিকৃত মিথ্যা বানোয়াট ইতিহাস বা সেই ইতিহাসের অনুকরণে যে সব ইতিহাস লিখা হয়েছে, তা পড়ে হযরত মু'আবিয়া রাযি., হযরত উসমান রাযি প্রমুখগণের ব্যাপারে বদগোমানী করে থাকে ও তাদের ব্যাপারে অনেক আপত্তিকর মন্তব্য করে থাকে। কিন্তু তারা যদি ইসলামের সহীহ ইতিহাস যেমন "বিদায়াহ-নিহায়াহ", "কাশফুজ্জুনূন" ইত্যাদি পড়ত, তাহলে এ সব বুজুর্গ সাহাবাগনের ব্যাপারে তাদের দিলের মধ্যে কোনরূপ আপত্তি থাকত না।

www.islamijindegi.com

নি:সন্দেহে কুরআন সুন্নাহ-এর আলোকে সাহাবাগণ হকের মাপকাঠি ও সমালোচনার ঊর্ধ্বে। বেদীনদের সাজানো গর্হিত ইতিহাস পড়ে সাহাবায়ে কিরামের শানে কোন অশোভন উক্তি করা কুরআনে কারীমের সাথে মুকাবিলা করা তথা ঈমান বিধ্বংসী কাজ। কারণ কুরআনে কারীমে সাহাবা কিরাম রাযি. দের শানে অনেক প্রশংসাবাণী উচ্চারিত হয়েছে এবং তাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলা হয়েছে।

وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّـــهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾(সূরা তাওবা, আয়াত-১০০)

ইঞ্জিল বা বাইবেলের সাথে খৃষ্টানদের বিশ্বাস ঘাতকতা

ক) হযরত ঈসা আ. খৃষ্টানদেরকে ইঞ্জিল কিতাবের ধারক বাহক বানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা সেই দায়িত্ব পালন করেনি। তারা তাদের হক্কানী উলামাগণের তোয়াক্কা না করে সেই ওযীরে আজম সেন্টপলের অনুসারী হয়ে প্রকৃত খৃষ্টান ধর্মকে দাফন করে ছেড়েছে। সেন্টপল ইঞ্জিলের মধ্যে এমন সব মনগড়া আকীদার সংযোজন করেছিল, যা ইঞ্জিল শরীফে ছিল না এবং হযরত ঈসা আ. কখনও বলেননি। উদাহরণ স্বরূপ: তারা এ ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছিল যে, ঈসা আ. খোদার পুত্র ছিলেন, তাঁর মাতা মরিয়ম আ. খোদার স্ত্রী ছিলেন। আবার তাদের আরেক দলের ধারণা- "খোদা তিনি জন"। আল্লাহ তিন খোদার একজন মাত্র। তাদের অপর এক অংশের মত- হযরত ঈসা আ. স্বয়ং আল্লাহ; আল্লাহ তা'আলাই হযরত ঈসার আকৃতিতে দুনিয়ার আগমন করেছিলেন।" যেমনটি ধারনা হিন্দুদের(নাউযুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন স্পষ্ট ঘোষণা করছে যে, ঈসা আ. এই শিরক বা ত্রিত্ববাদের কথা কখনও বলেননি।

وَإِذْ قَالَ اللَّـــهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـــٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّـــهِ ۖ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ (সূরা মায়িদা,১১৬-১১৭)

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের আরকটি জঘন্য আক্বীদা হল- "ঈসা আ. সারা বিশ্বের মানুষদের পাপ মোচনের জন্য শূলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন যারা ঈসা আ.- কে মানবে এবং তার ক্রসমৃত্যুকে বিশ্বাস করবে, তাদের সব পাপ মোচন হয়ে যাবে।" খৃষ্টানদের এ আক্বীদাও চরম

মিথ্যা। তাদের এ গর্হিত দাবীর সমর্থন মূল ইঞ্জিলের কোথাও নেই। কুরআনে কারীমও তাদের এ আক্বীদাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন - وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ ﴿١٥٧﴾ (সূরা নিসা, আয়াত-১৫৭)

এ ছাড়া অসংখ্য আয়াত ও সহীহ হাদীসে বর্ণনা এসেছে, যে, হযরত ঈসা আ. জীবিত অবস্থায় স্বশরীরে আসমানে উত্থিত হয়েছেন এবং তিনি আসমানেই আছেন। অতঃপর কিয়ামতের পূর্বে তিনি আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। তখন তিনি শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনে ইসলামের অনুসরণ করবেন; খৃষ্টানদের ক্রশচিহ্ন ধ্বংস করবেন, শুকর কতল করবেন এবং তাঁর সম্পর্কে খৃষ্টানরা "খোদার পুত্র" ইত্যাদি বলে যে সকল অবাস্তব আক্বীদা প্রচার করছে, সে সব বাতিল ঘোষণা করবেন।

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَـٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

(সূরা যুখরুফ, আয়াত-৬১),(বুখারী শরীফ. হাদীস নং: ৩৪৪৮)

খ) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

ইঞ্জিল শরীফে আছে, হযরত ঈসা আ. বলেন- "হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য রাসূল হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। আমার পূর্বের কিতাব তাওরাতকে আমি আসমানী সত্য কিতাব বলে থাকি এবং আমি আমার পরবর্তী নবীর ব্যাপারে সুসংবাদ দিচ্ছি, যার নাম হবে আহমদ।" (সূরা সফ, আয়াত -৬)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল- ঈসা আ. স্বয়ং তাঁর পরবর্তী শেষ নবী আহমদ মুস্তফা সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন; তাঁকে মান্য করার জন্য নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং তাঁকে চেনার জন্য তাঁর গুণাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা করে গেছেন। কিন্তু অধিকাংশ খৃষ্টান তাদের নবী ও তাদের কিতাবে প্রদত্ত এ নির্দেশ অমান্য করেছে। তারা শেষ নবীর ওপর ঈমান আনেনি। বরং ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য বহুবার তারা ক্রুসেড যুদ্ধ করেছে। হাজার হাজার মুসলমানকে তারা শহীদ করেছে। মুসলমানদের রক্তের মধ্যে তাদের ঘোড়ার পেট পর্যন্ত ডুবে গেছে। অথচ সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী সহ বিভিন্ন মুসলিম সেনাপতি যখন খৃষ্টানদেরকে পরাজিত করেছিলেন, তখন তার প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে খৃষ্টানদেরকে মাফ করে দিয়েছিলেন।

গ) ইঞ্জিলের উপরোক্ত বর্ণনায়, এ ছাড়াও ইঞ্জিলের বিভিন্ন স্থানে ঈসা আ. এর ঘোষণা বিবৃত হয়েছিল যে, ঈসা আ. বলেছেন "হে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়। আমি তোমাদের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, তাদের নবী বলেছেন যে, আমি বনী ইসরাঈলের নিকট প্রেরিত হয়েছি, সারা বিশ্বের নিকট নয়। তাই প্রশ্ন হল খৃষ্টানরা স্কুল-কলেজ খুলে, মিশনারী হাসপাতাল খুলে, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করে, এরূপে আরো বিভিন্ন রকম সেবা (?) মূলক কাজ করে, চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে সকল লোকদের খৃষ্টান ধর্মের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে কেন? কী হেতু এর? তারা কি মনে করেছে, সারা দুনিয়ার লোক বনী ইসরাঈল; যাদের নিকট ঈসা আ. প্রেরিত হয়েছিল? অন্যথায় যারা বনী ইসরাঈল নয়, তাদেরকে কেন খৃষ্টান ধর্মের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে? তারা কি মনে করছে-তাদের কিতাবে বর্ণিত শেষ নবী-"আহমদ" এখনও আবির্ভূত হননি? যদি তাদের এ বিশ্বাস থাকে যে, তাদের কিতাবে যে আখিরী নবীর ভবিষ্যত বাণী করা হয়েছে, তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাহলে তাদের উচিৎ অন্যদের ত্রিত্ববাদের দাওয়াত না দিয়ে নিজেরা সেই "আহমাদ" এর দীনে ইসলাম কবুল করা। আমার উপরোল্লিখিত এ সকল মোটা মোটা প্রশ্নের উত্তর খৃষ্টান জগত দিবেন কি? নাকি তাদের পাদ্রীগণ মুখে মহর লাগিয়ে বাকহীন সাজবেন? যদি তা-ই হয়, তবে তাদেরকে বলছি, আপনারা বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য সে সকল কলা-কৌশল অবলম্বন করেছেন, তা অবিলম্বে পরিহার করুন। অন্যথায় আপনাদের ধর্ম মান্য করার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন হবে। এবং প্রমাণিত হবে যে আপনারা আসলে আপনাদের ধর্মগ্রন্থই বিশ্বাস করেন না।

বরং সারা বিশ্বে নেতৃত্বের মতলবে শুধু মুখে বাইবেল বা ইঞ্জিল মান্য করার দাবী করেন মাত্র।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখিরী নবী হওয়ার ব্যাপারে ইঞ্জিল শরীফ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

ঐ সময় ইউহান্না বাপ্তাসমা দাতা (হযরত ইয়াহইয়া) এলেন এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে এ ঘোষণা দিলে লাগলেন যে, আসমানের বাদশাহীর সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। [ইঞ্জিল মাত্তা, ৩য় অধ্যায়, আয়ত-১]

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজের শাগরিদদের তাবলীগ করার জন্য বিভিন্ন শহরে পাঠালেন এবং তাদেরকে কয়েকটি ওসীয়ত করলেন। তার মধ্যে একটি এই ছিল যে, চলতে চলতে তোমরা

একথার ও ঘোষণা করবে যে, আসমানী বাদশাহের যমানা নিকটবর্তী হয়ে গেছে। [ইঞ্জিলে মাত্তা, অধ্যায়-১০]

উল্লেখিত উভয় পয়গাম্বর যে আসমানী বাদশাহের সুসংবাদ দিলেন, তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কে হতে পারে? কারণ, তাদের পরে সারা বিশ্বের জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কোন বিশ্বনবী ও বাদশাহ দুনিয়াতে আগমন করেন নি।

আল্লাহ তা‘আলার উদাহরণ ঐ মালিকের ন্যায় যিনি সকালের দিকে কিছু লোককে এক দীনার বিনিময় দেয়ার শর্তে কাজে লাগালেন, তারপর দুপুরের দিকে আরও কিছু লোককে একই শর্তে কাজে লাগালেন। তারপর বিকালের দিকে আরও কিছু লোককে ঐ একই বিনিময়ের শর্তে কাজে লাগালেন। অত:পর সন্ধ্যায় সকলকে ওয়াদা অনুযায়ী এক দীনার করে বিনিময় পরিশোধ করলেন। তখন যারা সকাল থেকে এবং দুপুর থেকে কাজ করেছে তারা আপত্তি জানাল যে, শেষের লোকগুলি একঘণ্টা কাজ করে যে বিনিময় পেল আমরা সারা দিন এবং অর্ধেক দিন কাজ করে ঐ একই বিনিময় পেলাম। তখন মালিক তাদেরকে বললেন যে, তোমাদের চুক্তির চেয়ে কি কম দিয়েছি? তারা উত্তর করল-না। মালিক বলল, তবে যা দিয়েছি তা নিয়ে চলে যাও। এটা আমার মর্জি যে, তোমাদেরকে যে বিনিময় দিব শেষের লোকগুলোকে ঐ একই বিনিময় দিব। [ইঞ্জিলে মাত্তা, অধ্যায়-২০, আয়াত: ১-১৬ (সংক্ষিপ্ত ভাবে)]

এ আয়াতগুলোতে শেষের লোকদের দ্বারা শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতকেই বুঝানো হয়েছে। যাদের হায়াত পূর্বের উম্মতের তুলনায় অনেক কম হবে কিন্তু সাওয়াব এবং বিনিময় কম হবে না বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশী।

উল্লেখ্য, হুবহু এধরণের কথা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও ইরশাদ করেছেন।

হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, অতীত জাতির সাথে তোমাদের হায়াতের তুলনা আসরের নামাযের সময় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। প্রকৃত পক্ষে তোমাদের ও ইয়াহুদ-নাসারাদের উদাহরণ হল, ঐ ধনী ব্যক্তির ন্যায় যে শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করল, এবং তাদেরকে বলল; তোমাদের মধ্যে কে এক এক কিরাতের বিনিময়ে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আমার কাজ করবে? তখন ইহুদীরা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে কাজ কর

অত:পর ঐ ব্যক্তি আবার বলল- তোমাদের মধ্যে কে কে এক কিরাতের বিনিময়ে দ্বিপ্রহর থেকে আসর পর্যন্ত আমার কাজ করবে? এবার খৃষ্টানরা দ্বিপ্রহর হতে আসর পর্যন্ত এক এক কিরাতের বিনিময়ে কাজ করল, অত:পর লোকটি বলল- তোমাদের মধ্যে কে কে আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কিরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করবে?

জেনে রেখ, তোমরাই সে সকল লোক (শেষনবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত) যারা আসরের নামায হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করবে। আর জেনে রেখ, পারিশ্রমিক তোমাদের দ্বিগুণই। এতে ইয়াহুদ-নাসারারা ভীষণ রাগান্বিত হল এবং বলল ‘আমাদের কাজ বেশী মজুরী কম। তখন আল্লাহ তা‘আলা বললেন ‘আমি কি তোমাদের বিনিময়ের ক্ষেত্রে একবিন্দু জুলুম করেছি? তারা বলল-না। তখন আল্লাহ ইরশাদ করলেন এটা আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকে আমি দান করি। [বুখারী শরীফ, হাদীস নং-৩৪৫৯,৫০২১]

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন যে, এমন একজন নবীর আগমন ঘটবে যিনি সকলের উপর বিজয়ী হবে। এবং যিনি শেষ পর্যন্ত আমার হুকুমের উপর আমল করবেন। আমি তাকে সকল সম্প্রদায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করব। তিনি লোহার লাঠি দ্বারা তাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। [কিতাবুল মুকাশাফা, অধ্যায়-২, আয়াত-২৬]

এ আয়াতে যাকে সকল সম্প্রদায়ের উপর বিজয়ী হওয়ার ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে তিনি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কেননা তাঁর পূর্বে তাঁর মত কোন বিশ্বনবীর আবির্ভাব ঘটেনি এবং তাঁর মত ব্যাপক রাজত্বও তাঁর পূর্বে কোন নবী পাননি। কুরআনে কারীমেও এ কথার ঘোষণা করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

অর্থ : তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা সফ, আয়াত-৯)

হযরত ঈসা আ. তাঁর উম্মতকে লক্ষ করে বললেন, যদি তোমরা আমাকে মুহাব্বত কর তাহলে আমার হুকুমের উপর আমল করবে এবং আমি পিতার (আল্লাহর) নিকট দরখাস্ত করিব, তিনি তোমাদের জন্য আরেকজন ফারকালীত (প্রশংসিত, যা মুহাম্মাদ শব্দের অনুবাদ) দান করিবেন। যিনি শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে থাকবেন। তোমরা তাকে

www.islamijindegi.com

চিনবে, কারণ তিনি তোমাদের সাথে থাকবেন এবং তোমাদের মধ্যে হবেন। [ইঞ্জিল ইউহান্না, আয়াত ৫-১৭]

তার আগমনের পূর্বেই আমি তার কথা তোমাদেরকে বলে দিলাম। যাতে করে যখন তিনি আসবেন তোমরা তাকে বিশ্বাস করতে পার। [ইঞ্জিলে ইউহান্না, আয়াত-৩০]

যখন তিনি আসবেন ..... তো তিনি আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবেন, আর তোমরাও আমার সাক্ষী। কারণ তোমরা প্রথম থেকেই আমার সাথে আছ। [ইঞ্জিলে ইউহান্না, অধ্যায়-১৫,আয়াত-২৬]

পরন্ত তিনি (সত্যের আত্মা) যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন। কারণ তিনি আপনা হইতে কিছুই বলিবেন না, বরং যাহা শুনিবেন তাহাই বলিবেন এবং আগামীর ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন, কেননা যাহা আমার তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন। [বাইবেল, পৃষ্ঠা-১৯২]

* পিতার প্রতিশ্রুত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে কিন্তু তোমারা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে বেশী দিন পরে নয়। [বাইবেল, পৃষ্ঠা-২০৪]

* পবিত্র আত্মা তোমাদিগের উপর আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে। আর তোমরা জেরুযালেমে সমূদয় ইহুদীরা ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রাপ্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী। [বাইবেল-২০৪]

* প্রভু ঈশ্বর তোমাদিগের জন্য তোমাদের ভ্রাতৃগনের মধ্যে হইতে আমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন। তিনি তোমাদিগকে যাহা বলিবেন সেই সমস্ত বিষয়ে তোমরা তাহার কথা শুনিবে। [বাইবেল-২০৯-২২২]

* ইনি সেই মোশি, যিনি ইসরায়েল সন্তানগণকে এই কথা বলিয়াছিলেন “ঈশ্বর তোমাদের জন্য তোমাদের ভাতৃগণের মধ্যে হইতে আমার মত একজন ভাববাদীকে উৎপন্ন করিবেন। [বাইবেল: ২১৭-২৩৭]

* আর যোহন আপন নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়োতে দৌড়োতে এই কথা বলিতেন, তোমরা আমাকে কোন ব্যক্তি বলিয়া মনে কর? আমি তিনি নই। কিন্তু দেখ; আমার পশ্চাতে এমন এক ব্যক্তি

আসিতেছেন যাহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্যও আমি নই। [বাইবেল-২৩০-২২৫]

* আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, আমার চলে যাওয়া তোমাদের জন্য উপকারী। কেননা আমি যতক্ষণ না যাব ততক্ষণ তিনি (ফারকালীত) তোমাদের নিকট আগমন করবেন না। [ইঞ্জিল ইউহান্না, অধ্যায়-১৬, আয়াত-৭, বাংলা বাইবেল-১৯২,১৬-৭২] উক্ত কথাগুলোর সারমর্ম আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের সূরায়ে সফ, ৬ষ্ঠ আয়াতে স্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন:

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

অর্থ : স্মরণ কর, যখন মরিয়ম তনয় হযরত ঈসা আ. বললেন, হে বনী ইসরাইল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাউরাতের সত্যায়নতকারী এবং এমন একজন রাসূলের আগমনের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। অত:পর তিনি যখন স্পষ্ট প্রমাণসহ আগমন করলেন তখন তারা বলতে লাগল, এটা স্পষ্ট যাদু।

প্রিয় পাঠক ! ইঞ্জিল শরীফের উল্লেখিত আয়াতগুলো সামনে রেখে একটু চিন্তা করুন, এখানে হযরত ঈসা আ. কত পরিষ্কার ভাবে তার পরবর্তী শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ম্পকে ভবিষ্যতবাণী করেছেন। তাঁর সকল কথার লক্ষ বস্তু যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

সম-সাময়িক ঘটনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

খৃষ্টান ধর্মের সকল উলামাগণ একথা জানতেন এবং তারাও এ ফারকালীত (প্রশংসিত) তথা শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন।

****নাজাশী বাদশার ঘটনা:**

হাবশায় নাজাশী বাদশার নিকট যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াত পত্র পৌঁছল, তিনি তা পড়ার সাথে সাথেই বললেন যে, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই বলছি, ইনিই সেই নবী; যার ব্যাপারে আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদ-খৃষ্টানরা অপেক্ষা করছে।

এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রের জবাব লিখলেন-‘আমি এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আপনার চাচাতো ভাই আবূ জাফর বিন আবূ তালেবের হাতে বাইআত গ্রহণ করলাম এবং আপনার হাতে ইসলাম কবূল করলাম।’ এভাবে খৃষ্টান বাদশা প্রকাশ্য ভাবে আখিরী নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত কবূল করে মুসলমান হয়ে গেল। [সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৬৩]

****মুকাওকিওসের ঘটনাঃ**

এমনিভাবে কিবতী সম্প্রদায়ের নেতা মুকাওকিসও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত পত্রের উত্তর লিখেছিল-‘এ চিঠি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ-এর নামে কিবতের বাদশাহ মুকাওকিস-এর পক্ষ থেকে- “আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আপনার চিঠি পড়েছি এবং এর বিষয়বস্তু ভাল করে বুঝেছি। যে বিষয়ে দাওয়াত দিয়েছেন তাও বুঝেছি। আমার ও ইয়াকীন ছিল যে একজন নবীর আগমন বাকী আছে। যিনি অবশ্যই আসবেন। তবে আমার ধারণা ছিল যে, তিনি শাম দেশে আসবেন।” এই খৃষ্টান বাদশাহ যদিও ইসলাম গ্রহণ করেনি কিন্তু শেষনবীর আগমনের কথা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন। [সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্টা-২৬৩]

****জারুদ বিন আলার ঘটনা**

এমনিভাবে খৃষ্টান ধর্মের অনেক বড় পণ্ডিত জারুদ বিন আলা নিজের সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য নবী হওয়ার স্পষ্ট সাক্ষ্য দিলেন। অত:পর তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন এবং তার গোত্রের সকল লোক মুসলমান হয়ে গেল।[বি.দ্র. এসব বর্ণনা ‘উযহারলি হক’ (উর্দু) তৃতীয় খণ্ড ১৮২-৩২৮ থেকে সংগৃহীত]

****আব্দুল্লাহ ইবনে সুরিয়ার ঘটনা**

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইহুদীদের ধর্মশালায় তাশরীফ নিয়ে তাদেরকে বললেন, তোমাদের সবচেয়ে বড় আলেম কে? তাকে নিয়ে এসো। লোকেরা বলল, আব্দুল্লাহ বিন সুরইয়া আমাদের সবচেয়ে বড় আলেম। অতঃপর হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নির্জনে নিয়ে তার ধর্মে মান্না-সালওয়া এবং মেঘের ছায়া সহ তাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার নি‘আমতের দোহায় দিয়ে

www.islamijindegi.com

বললেন, তুমি কসম খেয়ে বল 'আমাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস কর কি?

সে বলল, হ্যাঁ! আমি এবং সকল ইহুদী এটা বিশ্বাস করে। কেননা তাওরাতে আপনার সিফাত ও গুণাবলীর বিশদ বর্ণনা আছে। কিন্তু ইহুদী জাতি আপনার সাথে হিংসাবশত: আপনার আনুগত্য স্বীকার করে না। হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা! তোমাকে আমার উপর ঈমান আনতে নিষেধ করল কে? উত্তরে সে বলল, আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করা পছন্দ করি না। বাকি আশা এবং ধারণা এরা সবাই একদিন আপনার আনুগত্য স্বীকার করে মুসলমান হয়ে যাবে। তখন আমিও মুসলমান হয়ে যাব। [সূত্র : বাইবেল সে কুরআন তক-২/২৪২]

****মুখাইরিক রাযি. -এর ঘটনা**

মুখাইরিক হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মদীনা শরীফের অনেক বড় একজন ইহুদী পণ্ডিত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাদের কিতাবে বর্ণিত সিফাত এবং গুনাগুণ অনুযায়ী হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুব ভাল করে চিনতেন এবং ভাল করেই জানতেন যে, ইনিই আখেরী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু পূর্বের ধর্মের উপর অধিক মুহাব্বত থাকর কারণে সেই ধর্মের উপরই অটল থেকে যান। উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে হঠাৎ একদিন (যে দিন শনিবার ছিল) বলতে লাগলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! খোদার কসম, তোমরা কি জান না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য-সহযোগীতা করা তোমাদের উপর ফরয? তার বলল, আজ তো শনিবার, অর্থাৎ এদিনে তো যুদ্ধ করাই নিষেধ (তাদের মতে)। তিনি বললেন, শনিবার বলতে কোন কিছুই নেই। এই বলে তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ অবলম্বন করলেন। সেই সাথে তার কওমকে ওসিয়ত করে গেলেন "যদি আজ আমি মারা যাই তাহলে আমার সকল ধন-সম্পদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালিকানাধীন হয়ে যাবে। তিনি যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারবেন। অত:পর যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

এ অবস্থা দৃষ্টে হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন যে, মুখাইরিক ইহুদীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। এবং তার ওসিয়ত মুতাবিক তার সকল মাল কব্জা করে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিলেন।

www.islamijindegi.com

হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ দান-খায়রাত সে মাল থেকেই করা হয়েছিল। [সূত্র: সিরাতে ইবনে হিশাম-২/১৩১ বাইবেল যে কুরআন তক ২৪১, আল ইসাবা-৬/৪৬]

****উম্মুল মুমিনীন হযরত সাফিয়্যা রাযি. এর আব্বার সাক্ষ্যদান**

হযরত সাফিয়্যা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে কুবায় অবস্থান করেন তখন তাঁর দরবারে আমার আব্বা হুয়াই বিন আখত্বব এবং আমার চাচা আবূ ইয়াছার অত্যন্ত নি:স্ব অবস্থায় হাজির হল। সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম কিন্তু তাদের ফিরতে দেখা যাচ্ছিল না। যখন সূর্য অস্তমিত হল তখন তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত অবস্থায় ভগ্ন হৃদয়ে ধীর গতিতে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসলেন। আমি তাদের মনে সান্তনা দেয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকায় তাদের কেউ আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ করলো না। আমি তাদের দিকে মনোযোগ দিলে আমার চাচা কর্তৃক আব্বাকে জিজ্ঞেস করতে শুনলাম যে, ইনিই কি সেই ব্যক্তি? তাওরাতে যার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে।

আব্বা বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই।
চাচা বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?
আব্বা বললেন, হ্যাঁ।
চাচা বললেন, এখন আপনি কি করতে চান?
আব্বা বললেন, খোদার কসম! আজীবন তাঁর সাথে শত্রুতাই করে যাব। [সূত্র: সীরাতে ইবনে হিশাম-২/১৩২]

**** ইসলাম পূর্বে সাফিয়্যা রাযি. -এর স্বপ্নের ঘটনা**

খয়বার যুদ্ধে সাফিয়্যা রাযি. -এর স্বামী কেনান বিন আবুল হুকাইক নিহত হলে বান্দী হিসাবে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে আসেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আযাদ করে দিয়ে নিজের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নেন।

বিবাহের পর হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চেহারায় সবুজ দাগ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চেহারায় এ দাগ কিসের?

তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার খিদমতে আসার আগে পূর্বের স্বামীর সাথে থাকা অবস্থায় একবার স্বপ্নে দেখি যে, আসমান থেকে চাঁদ আমার কোলে এসে পড়ল। খোদর কসম! তখন আমি আপনার নবুওয়ত সম্পর্কে কিছুই জানতাম না।

অতঃপর এ স্বপ্নের কথা যখন আমার স্বামীর কাছে বললাম তখন সে আমার গালে একটা থাপ্পড় মেরে বলল যে, মদীনার বাদশার কাছে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছ? [সূত্র: আর রাহিকুল মাখতুম-৪৪৪, সীরাতে ইবনে হিশাম-৩/৩৬৫]

এ সকল ঘটনা দ্বারা বুঝা যায়, তারা শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে কত বিস্তারিত ভাবে ধারণা রাখত। এমনকি এক যুদ্ধে তাদের নেতার নিহত হওয়া এবং যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাদের নেতার সদ্য বিবাহিত সেই স্ত্রীর মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিবাহ হওয়ার কথা ও তারা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথেই জানত।

****হেরাক্লিয়াস-এর ঘটনা:**

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমের সম্রাট হিরাক্‌ল-কে দীনের দাওয়াত দিয়ে পত্র দিয়েছিল। ইংরেজীতে হিরাক্‌ল কে বলা হয় হিরাক্লিয়াস। হেরাক্লিয়াস সেই পত্র পাঠ করে নবীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তখনকার যুগে সবচেয়ে বড় খৃষ্টান পণ্ডিত লাটপাদরী জগাতির-এর কাছে সেই চিঠি দেয়। জগতির সংবাদ পাঠায় যে, আমাদের জানামতে শেষ নবীর আগমনের সময় হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, এই হলেন সেই শেষ নবী। তাবুকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয়বার দাহিয়্যায়ে কালবী রাযি. কে দূত বানিয়ে হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র দিয়েছিলেন। হিরাক্লিয়াস বলেছিল-আমি কি করব? আমার লোকজন তো মানবে না। সে দাহিয়্যায়ে কালবীকে তখনকার লাটপাদরীর কাছে সত্যতা যাচাই করার জন্য পাঠাল। লাটপাদরী শেষনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে লোকদেরকে ডেকে সকলের সামনে বলল, শেষ নবীর আগমন ঘটেছে, তোমরা সকলে তার উপর ঈমান আন। আমিও ঈমান আনলাম। সকলের সামনে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন। কিন্তু লোকেরা তাকে সেই মজলিসেই শহীদ করে দিল। দাহিয়্যায়ে কালবীর মুখে তাঁর শহীদ হওয়ার ঘটনা শুনে হিরাক্লিয়াস বলল, বড় লাটপাদরীর যখন এই অবস্থা, তখন আমি যদি মুসলমান হয়ে যাই, তাহলে আমার লোকজন এবং আমার প্রজারা আমাকেও হত্যা করে দিবে।

****নাজরান প্রতিনিধি দলের ঘটনা**

একবার নাজরান থেকে খৃষ্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এর কাছে এসেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

www.islamijindegi.com

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন ভাবেই তাদেরকে ইসলামের সত্যতার কথা মানাতে পারলেন না, তখন আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে ‘মুবাহালা’ করার জন্য আহবান জানালেন। ‘মুবাহালা’ অর্থ প্রত্যেক পক্ষ আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে পক্ষ মিথ্যাবাদী, তাদেরকে ধ্বংস করে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ দু‘আ করার জন্য প্রস্তুত হলেন, কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা প্রস্তুত হল না; বরং একে অপরের সাথে পরামর্শ করে যিজিয়া কর দিতে রাজী হয়ে ফিরে গেল। তাদের নিকট শেষনবীর আগমন এতটা সত্য ছিল যে তারা মুবাহালা করতে সাহস পেল না। কারণ, সত্য নবীর বিরুদ্ধে মুবাহালা করতে গেলে ধ্বংস হওয়া নিশ্চিত।

এসব ঘটনা থেকে বোঝা যায় ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সত্য নবী এবং শেষনবী তা ভাল করেই জানত। কারণ তাদের কিতাব তাওরাত-ইঞ্জিলে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা ছিল।

তাওরাত থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি

ইয়াহুদীদের ধর্মশাস্ত্র তাওরাত এ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

“তোমাদের প্রভু ঈশ্বর তোমাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্যে হতে আমার মূসার মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করবেন, তার কথা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে।”

এর ইংরেজী এবারত নিম্নরূপ -

“The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken"

অন্যত্র আছে-“(ঈশ্বর বলেছেন) আমি তাদের ভ্রাতৃদিগের মধ্যে হতে তোমার (মূসার) মতই একজন পয়গম্বর উত্থিত করব এবং তাঁর মুখে আমার বাণী প্রকাশ করব। তিনি তোমাদেরকে আমি যা আদেশ করব তা-ই শুনাবেন এবং এটা অবশ্য ঘটবে যে, তার মুখ-নিঃসৃত আমার সেই বাণী যারা শুনবে না, তাদেরকে আমি শুনতে বাধ্য করব।” [বাংলা বাইবেল, পৃষ্ঠা-২১৭-২৩৭]

এর ইংরেজী এবারত নিম্নরূপ

I will raise them upaa prophet from among ther brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass hat whosoever will not hearken unto my words which he shall speak in my name, I will require it of him." (Duet. 15:18-19)

আরো একটি দৃষ্টান্ত দেখুন: “এবং ঈশ্বরের মনোনীত পুরুষ মূসা মৃত্যুর পূর্বে এই বলে বনী ইসরাঈলদেরকে আশীর্বাদ করলেন এবং তিনি বললেন, প্রভু (মূসা) সিনাই পর্বত হতে আসলেন এবং সিয়ের (ঝবরৎ) পর্বত হতে উঠলেন; কিন্তু তার (অর্থাৎ, যিনি আসবেন) জ্যোতি ফারাণ পর্বত হতে বিকীর্ণ হল; তিনি দশ হাজার ভক্ত সঙ্গে আনলেন এবং তাঁর দক্ষিণ হস্ত হতে এক জীবন্ত আইনগ্রন্থ বের হল:”

এর ইংরেজী এবারত নিম্নরূপ:

And this is the blessing wherewith Moses, the man of god, blessed the children of israel before hie death:

And he said, The lord came from Sinai and roseuo from Seir unto them; he shined from mount paran and he came with thousand of saints; from his right hand went a fiey law them" (Duet. 33:1-2)

এই সমস্ত উক্তি যে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই তা স্বীকার করবেন।

উল্লেখ্য, এখন যে তাওরাত-ইঞ্জিল অর্থাৎ এখন যে বাইবেল পাওয়া যায়, তাতে অনেক বর্ণনাই পাওয়া যায় না। কারণ বর্তমান তাওরাত-ইঞ্জিল বিকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল। প্রকৃত তাওরাত ও ইঞ্জিল বহুস্থানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের সুসংবাদ ছিল এবং শত পরিবর্তনের পরেও এখনও কিছু কিছু বর্ণনা বিদ্যমান আছে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইয়াহুদী-খৃষ্টান পণ্ডিতরা সে সম্বন্ধে ভালভাবে অবগত ছিল; এর বহু প্রমাণও আছে।

** পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে যে, তখন মদীনায় বনূ কুরাইজা এবং বনূ নাজীর নামক দুটো ইয়াহুদী গোত্র বাস করত। ঐ এলাকার অন্যান্য অধিবাসীদের সংগে তাদের সব সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকত। সেসব যুদ্ধে ইয়াহুদীরা পরাজিত হলে তারা বলত, শেষ যামানার নবী

www.islamijindegi.com

এই এলাকায় হিজরত করতে আসবেন, আমার তাঁকে চিনতে পারব, তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে না। কারণ তাঁর অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিতাবে বর্ণনা আছে। যার ফলে আমরা তাকে চিনতে পারব এবং তাঁকে চিনে আমরা তাঁর অনুসারী হয়ে যাব এবং তাঁর সঙ্গে মিলে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমাদেরকে পরাজিত করব। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এটা বর্ণনা করে বলেছেন-

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴿٥٩﴾

অর্থাৎ, তারপর যখন সেই নবী ঠিকই এসে গেল (এবং সেই কিতাব কুরআন ঠিকই এসে গেল) যা তারা চিনত, তখন তারা অস্বীকার করে বসল। (সূরা বাকারা: ৫৯)

নিজেদের হীনস্বার্থ রক্ষার জন্যই তাদের মধ্যে অস্বীকার করার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল। তারা ভেবেছিল এখন আমরা এ নবীর অনুসারী হলে আমাদের নেতৃত্ব আর থাকবে না এবং আমাদের অনুসারীদের থেকে যে সব অর্থ-কড়ি পাই, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এ সব ভেবেই তারা শেষনবীকে অস্বীকার করেছিল। কিন্তু তারা চিনতে পেরেছিল যে, ইনি-ই সেই নবী। চিনতে তাদের মোটেও ভুল হয়নি। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

لَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤٦﴾

অর্থাৎ, এই কিতাবীরা অর্থাৎ, ইয়াহুদী-নাসারারা শেষনবীকে চেনে, যেমন নিজেদের পুত্রকে তারা চেনে। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৪৬)

নিজের পুত্রকে যেমন তারা চেনে, এই নবীকেও তারা এভাবেই চেনে। তারা জেনে শুনেই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে সত্যকে অস্বীকার করত এবং সত্যকে গোপন করত।

**তখনকার যুগে ইয়াহুদীদের মধ্যে একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর হযরত উমর রাযি, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনারা কি নবীকে নিজেদের পুত্রের মতই চিনতে পেরেছেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, নিজের পুত্রকে নিয়েও অনেক সময় সন্দেহ হয়, কিন্তু এই নবীকে চেনার ব্যাপারে তার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না। নবীকে এরূপ চিনতে পারার কারণ হল তাদের কিতাব তাওরাতে এই নবীর গুণাবলী পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত ছিল।

**রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স যখন ১২ বছর, তাঁর চাচা আবূ তালিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে শাম দেশে যাচ্ছিলেন। বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত বুসরা নামক শহরের কাছে যখন তারা পৌঁছেন, তখন আবূ তালিবের বাণিজ্যিক কাফেলা সেখানে বিরতি নিচ্ছিল। পাশে ছিল একজন খৃষ্টান পণ্ডিতের আস্তানা। তার নাম ছিল জারজিস। ‘বুহাইরা রাহেব’ নামে সে প্রসিদ্ধ ছিল। যখন কাফেলা ওখানে অবস্থান নিলো, তখন বুহাইরা রাহেব তার আস্তানা থেকে বের হয়ে আসল। খুঁজতে খুঁজতে মুহাম্মদের নিকট এসে বলল আমি একে খুঁজছি। কারণ যখন এ কাফেলা আসে আমি লক্ষ্য করেছি সমস্ত গাছপালা, সমস্ত পাহাড়-পর্বত কার উদ্দেশ্যে যেন সিজদা করছে। আমি জানি, আমাদের কিতাবে আছে নবী ছাড়া আর কারো জন্য এ রকম সব কিছুতে সিজদা করে না। হযরত ঈসা আ. এর পরে আখেরী যামানার নবী মুহাম্মাদ ছাড়া আর কোন নবী আসবেন না। তাই আমি বুঝলাম অবশ্যই শেষ যামানার নবী এই কাফেলায় আছেন এবং এই হল সেই নবী। প্রমাণ হল তার পিঠে মহরে নবুওয়াত আছে। পন্ডিতজী সকলকে তা দেখালেন যে, এই দেখ তাঁর পিঠে মহরে নবুওয়াত রয়েছে।

তারপর সেই খৃষ্টান পণ্ডিত লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাচা আবূ তালিবকে ডেকে বলল, একে দেশে পাঠিয়ে দিন। এটা ইয়াহুদীদের এলাকা, এখানে তার অনেক শত্রু রয়েছে এবং এই সময়ে অত্র অঞ্চলে তার আগমন ঘটবে, কিতাবের মাধ্যমে সে সম্বন্ধে তারা সবাই অবগত রয়েছে। অতএব, এখানে অবস্থান তার জন্য জীবন নাশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সত্ত্বর তাঁকে দেশে পাঠিয়ে দিন। ইতিমধ্যেই সাতজন লোক এখানে আসল। তারা এসেছিল রোম দেশ থেকে। তারা এ পণ্ডিতের কাছে জিজ্ঞেস করল যে, এদিকে আরবদের কোন কাফেলা এসেছে কি? তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমরা কেন আরবদের কাফেলা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছো? তারা বলল আমাদের এলাকার পণ্ডিতগণ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন যে, এই সময় অত্র এলাকায় শেষ নবীর আগমন ঘটবে, এই সময় তিনি এই এলাকায় সফরে আসবেন। আমরা তার সন্ধানে এসেছি। আমরা তাকে হত্যা করার জন্য এসেছি। বুহাইরা রাহেব তাদেরকে বললেন, যদি তিনি আল্লাহর নবীই হয়ে থাকেন, তাহলে তো আল্লাহই তাকে রক্ষা করবেন, তোমরা তাকে হত্যা করতে পারবে না। অতএব, তোমরা ফিরে যাও। তারা বলল, হ্যাঁ কথা ঠিক। এই বলে তারা ফিরে গেল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় সে যুগের ইয়াহুদ-খৃষ্টান পণ্ডিতরা ভালোভাবেই জানত যে আখেরী নবীর অবস্থা কি হবে।

www.islamijindegi.com

** নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স যখন ২৫ বছর, তখন তিনি খাদিজা রাযি.- এর মাল নিয়ে ব্যবসা করার জন্য আরেকবার শামদেশে সফরে গিয়েছিলেন। তখন ঐ আস্তানার খৃষ্টান পণ্ডিত ছিল নাসতূরা। তাকে নাসতূরা রাহেব বলা হত। সেও নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে চিনে ফেলেছিল যে, ইনিই শেষ যামানার নবী এবং সে স্বীকার করেছিল যে, আমাদের কিতাবে আছে যে, এই সময় তিনি এই এলাকায় সফরে আসবেন। এ থেকে বোঝা যায়- তখন এই সব বর্ণনা তাদের কিতাবে ছিল। তবে এখন তাওরাত-ইঞ্জিলে কিছু কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও বিস্তারিতভাবে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারণ তাওরাত ইঞ্জিলকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে। আল্লাহর প্রেরিত আসল তাওরাত-ইঞ্জিল দুনিয়ার কোথাও নেই। যা এখন আছে, তা মানুষের রচিত বিকৃত তাওরাত-ইঞ্জিল।

বেদ-পুরাণে মহানবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

সকল অমুসলিমদের ন্যায় হিন্দুদেরকেও ইসলাম ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেয়া মুসলমানদের কর্তব্য। মুসলিম দেশে এ দায়িত্ব পালন না করলে মুসলমানদের আল্লাহর দরবারে জওয়াবদিহী করতে হবে। অমুসলিম ও হিন্দুদের নিকট দাওয়াত পেশ করার জন্য উত্তম পদ্ধতি হল তাদেরকে সরাসরি কুরআনী দাওয়াত পেশ করা যে, মহান আল্লাহ তা‘আলা এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন প্রকার শরীক নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নতুন নবী আসবে না এবং তাঁর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতের নাজাত ও কামিয়াবী একমাত্র ইসলাম ধর্মে নিহীত। এখন অন্য কোন ধর্ম মান্য করে কোন মানুষ পরকালে নাজাত পাবে না। বরং তাঁর সেই ধর্ম আল্লাহ তা‘আলার দরবারে কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে।

কুরআন কারীমে এসব কথা বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন যে, সম্পূর্ণ সহীহ এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে এ কথা কুরআনে বর্ণিত অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া কুরআন বার বার তার নমুনা বাক্য পেশ করার জন্য বিশ্ব অমুসলিমদের প্রতি কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ করে রেখেছে। চতুর্থবার কুরআনের শুধুমাত্র একটি বাক্যের ন্যায় বাক্য তৈরি করে পেশ করার যে চ্যালেঞ্জ করেছে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত কোন অমুসলিম ব্যক্তি, সংস্থা বা তাদের আন্তর্জাতিক সেমিনার ও চ্যালেঞ্জর মুকাবিলা করতে সাহস করেনি। এ কথাও কুরআনের সত্যতার এ

আল্লাহ প্রদত্ত কিতাব হওয়ার জবরদস্ত দলীল। সুতরাং সমস্ত অমুসলিমদের কর্তব্য বিষয়টি নিয়ে ফিকির করা এবং নিজেকে আখিরাতের কঠিন আযাব থেকে বাঁচানোর জন্য দীনে ইসলাম কবূল করা।

উক্ত মূল দাওয়াতের সাথে সহায়ক হিসেবে হিন্দুদেরকে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মযাজকদের মতামতও তাদের সামনে তুলে ধরা যায়। এ জন্যই বর্ণিত নিবন্ধটি পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ভারতের প্রসিদ্ধ ধর্মাচার্য 'ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়' রিসার্চ স্কলার, সংস্কৃত বিভাগ, প্রয়োগ বিশ্ববিদ্যালয় এলাহাবাদ, "কল্কি অবতার এবং মোহাম্মদ সাহেব" নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেছেন। সংক্ষিপ্ত করার লক্ষ্যে উক্ত গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থান, যাকে উক্ত গ্রন্থের সারবস্তু বললেও অত্যুক্তি হবে না, উপস্থাপন করা হচ্ছে। উক্ত গ্রন্থে ড. বেদ প্রকাশ বলেন-

ঐতিহাসিক বিষয়ে গবেষণা করার প্রতি দুর্নিবার আকাঙ্খা ও অভিলাষ নিজের অন্তরে সর্বদা পোষণ করি। বেদ, বাইবেল এবং বৌদ্ধ-গ্রন্থে যে অন্তিম ঋষির আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তাতে মোহাম্মদ সাহেবই প্রমাণিত হন। অতঃপর আমার অন্তরে এ প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, সত্য প্রকাশিত করা আবশ্যক, যদিও এটা কোন মানুষের নিকট অপ্রিয় লাগে। মোহাম্মাদ সাহেবের পূর্ব যুগে ভারত এবং আরববাসীগণের একই ধর্ম ছিল। এর বহু প্রমাণ বিদ্যমান, কিন্তু তা উদ্ধৃত করার উপযুক্ত স্থান নয় এটা। আমি ধর্মীয় সংকীর্ণতার পক্ষপাতি নই। যদি কোন স্থানে কোন সত্য কথা থাকে তাকে অস্বীকার করার দু:সাহস করতে পারি না। বেদসমূহে দ্বাদশ পত্নীধারী এক উষ্ট্রারোহ ব্যক্তির আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। যাঁর নাম নরাশংস হবে। সায়ন নরাশংস-এর অর্থ বলেছেন যে, যিনি মানুষ কর্তৃক প্রশংসিত হন। কিন্তু আমার বিশ্লেষণ অনুসারে আমি সায়নের সাথে একমত নই। কারন আমার মতে নরাশংস শব্দ এমন নরস অর্থাৎ ব্যক্তিকে সূচিত করে, যাঁর নামের অর্থ হবে প্রশংসিত। মুহাম্মদ আরবী শব্দের অর্থ প্রশংসিত। অতএব মুহাম্মদ এবং নরাশংস একার্থবোধক শব্দ। আলোচ্য গ্রন্থে আমি যথাসাধ্য সত্য উদঘাটন করার প্রয়াস পেয়েছি।

ইসলামী সংস্কৃতিতে নবী-রাসূল বা পয়গাম্বরগণের যে স্থান, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে অবতারগণের সেই স্থান। মুসলমানগণ মোহাম্মদ সাহেবকে সর্বশেষ নবী বা মহাপুরুষ বলে স্বীকার করেন এবং ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাকে কলিযুগের শেষ অবতার বলা হয়েছে। বিদেশে

কেবলমাত্র নবী আগমন করে এবং ভারতে কেবলমাত্র অবতার আগমন করেন, এমন হতে পারে না। পয়গাম্বর কেবলমাত্র আরবে আবির্ভূত হবেন, ভারতে হবে না; এটা ন্যায় বিচারসম্মত নয়। সে জন্য মুহাম্মদ সাহেবকে যখন সর্বশেষ পয়গাম্বর বা মহাপুরুষ বলে অবগত হলাম, তখন আমার অন্তরে পুরাণে উল্লেখিত কল্কি অবতার রচিত বিষয়ক অধ্যায়সমূহ পড়ার বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুযায়ী ইতিপূর্বেই কলি-যুগের কিছু অংশ বিগত হয়েছে। কলি-যুগে যে সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যে সকল ঘটনা ঘটবে, আমি তার সমুদয় বিষয় মোহাম্মদ সাহেবের জীবনাবলীর সাথে সযত্নে তুলনা করি। ফলে তা সম্যকভাবে মিলে গিয়েছে। মোহাম্মদ সাহেবের তুলনাত্মক গ্রন্থ অধ্যায়ন করে কেউ যেন এ ধারণা না করেন যে, আসলে মোহাম্মদ সাহেবের চরিত্রের রূপরেখা নিয়ে পরবর্তীকালে লোকেরা কল্কির কল্পনা করেছে। এ জন্য আমি সে সকল সনাতন ধর্ম গ্রন্থসমূহের আশ্রয় করে আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছি, তারা মধ্যে পুরাণের রচনাকাল (মোহাম্মদ সাহেব এর বহু পূর্বে তা) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করেছি।

একেশ্বরবাদ ঋগবেদ বিশ্ব-চরাচরে পরিব্যাপ্ত ঈশ্বরের বর্ণনা বহুরূপে প্রধান করা হয়েছে।এর ফলে দেববাদের প্রতিপাদন করত: ঋগবেদকে বহু দেববাদী গ্রন্থ করে দিয়েছেন। অনেকে ঋগবেদে উল্লেখিত বিভিন্ন নাম এবং বিভিন্ন গুণাবলী দেখে একাধিক দেবতার কল্পনা করেছেন। এটা ঋগবেদের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার ফল। প্রকৃতপক্ষে সত্ত্বা এক; তাঁর বিভিন্ন গুণের বিভিন্ন বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, গরুত্মান, যম এবং মাতারিখা ইত্যাদি নাম দ্বারা একই সত্ত্বাকে বিভিন্নরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এন্দ্র মিত্রং বরূণ মগ্নিমাহুরথো দিব্য: স সুপর্নো গরুত্মান, একং সদ বিগ্র বহুধা বদন্ত্যগিন্য মাতরিখানমাহু: ঋ,বে,ম, ১০/সু১১৪/ম,৫ বেদান্তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, এবং ব্রক্ষ্ম দিতীয়ং নাস্তি, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”

অর্থ পরমেশ্বর, এক, তিনি ব্যতীত কেউ নেই।

ঋগবেদের অগ্নিসূক্ত, ইন্দ্রসূক্ত, বরুন সূক্ত, যম সূক্ত এবং বিষ্ণুসূক্ত ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ও গুণে য সত্ত্বার মহিমা ও যশগাণ ব্যক্ত করা হয়েছে, এককভাবে সে সত্ত্বাই ঈশ্বর। মানুষ তাঁকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করে। কেউ তাঁকে শিব বলেন, কেউ তাঁকে শক্তি ভাবেন, কেউ তাঁকে ব্রক্ষ মানেন, কেউ তাঁকে বুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু একটি জিনিষের বিভিন্ন রূপ দেখে তাকে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ মনে করা বিরাট ভুল। এভাবে অর্থ

www.islamijindegi.com

করলে প্রকৃতপক্ষে বেদের অপব্যাখ্যা হবে এবং পরিণামে আর্য ধর্মকে বিকৃত করা হবে। দেব-দেবী, নর-নারী, সৎ-অসৎ বিশ্ব চরাচরের সর্বত্র ঈশ্বর চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। যদি ঈশ্বর বিশ্বে চেতানরূপে ব্যপ্ত না হতেন, তাহলে জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ স্তব্ধ হয়ে যেতে। যে ব্যক্তি স্বীয় অন্ত:করণ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ রাখে, তার মধ্যে পরমানন্দ সত্ত্বার প্রতিফলন হয়। সে জন্য শিরায় -শিরায় ঈশ্বরকে অনুভব ও ধারণ করা উচিৎ এবং সদাচার ও নিষ্ঠার দ্বারা তাঁকে লাভ করতে প্রযত্ন করা আবশ্যক।

অথর্ববেদে হযরত মুহাম্মদ ﷺ

(অথকুন্তাপ সুক্তানি)
ইদংজনা উপশ্রুত নরাশংস স্তবিষ্যতে।
ষষ্টিং সহস্রা নবতিং চকৌরম আ রুশমেষূ দঘ্নহে। ১
উষ্ট্রা যস্য প্রবাহণ্যে বধুমন্তো দ্বির্দশ।
বম্মা রথষ্য নিজিহীড়তে দিব ঈষমাণ্য উপষ্পৃশঃ ২
এষ ইষায় মামহে শতং নিবান দশ স্রজঃ
ত্রীণি শত্যান্যর্বতাং হেস্রা দশ গোনাম্। ৩
বচ্যস্ব রেভ বচ্যস্ব বৃক্ষেন পক্বে শকুনঃ।
নষ্টে জিহবা চর্চরীতি ক্ষুরোন ভূরি জোরিব। ৪
প্ররেভাসো মণীষা বৃষা গাব ইবেরতে।
আমাত পুত্রকা এসামমোত গা ইবাসতে। ৫
প্ররেভ ধীং ভরস্ব গোবিন্দং বসুবিদম।
দেবত্রেমাং বাচং শ্রীণীহীষূর্ণাবীরস্তারম। ৬
রাজ্ঞো বিশ্বজনীনস্য ষো দেবোহমর্ত্রা অতি।
বৈশ্বানরস্য সুষ্টুতিমা সুনোতা পরিক্ষিতঃ। ৭
পরিচ্ছিন্নঃ ক্ষেমমকরোৎ তম আসনমাচরণ্।
কুলায়ন্ কৃন্বন কৌরব্যঃ পতির্বদতি জায়য়া। ৮
কতরৎ তআ হরাণি দধি মস্তাং পরিশ্রুতম্।
জায়াঃ পতিংবি পৃচ্ছতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞাঃ পরিক্ষিতঃ। ৯
অভীস্বঃ প্রজিহতে যবঃ পক্বঃ পথো বিলম্।
জনঃ সবদ্রমেধতি রাষ্ট্রে রাজ্ঞঃ পরিক্ষিতঃ। ১০
ইন্দ্র কারুমবুধদুক্তিষ্ঠ বি চরা চনম্।
মমেদু গ্রস চর্কৃধি সর্ব ইৎতে পূণাদারিঃ। ১১
ইহ গাবঃ প্রজায়ধ্বহিমাশ্বা ইহ পুরুষাঃ।
ইহো সহস্র দক্ষিণোহপি পূষানি ষীদতি। ১২
নেসা ইন্দ্র গাবো রিষন মো আসাং গোপ রীরিষৎ।

www.islamijindegi.com

মাসম মিরয়ূর্জন ইন্দ্র যাস্তেন ঈশত। ১৩
উপনো নরমসি সুক্তোন বচসা বয়ং ভদ্রেণ বচা বয়ম্।
বনাদধিধ্বনো গিরোন রিষ্যেম কদাচন। ১৪
অথর্ববেদ ২০শ খণ্ড ৯ম অনুবাক ৩১শ সুক্ত পৃষ্ঠ্য ষাগের ষষ্ঠ দিনে উক্ত সুন্তাপ মন্ত্রসমূহ পাঠ করতে হয়।

১ম মন্ত্রঃ
যে ঋষির প্রশংসা গীত হয়েছে তাঁর নাম নরাশংস। নরাশংস অর্থ প্রশংসিত, প্রশংসার্হ।

ঐতিহাসিক Prof. Philip K. Hitti তৎপ্রণীত History of the Arabs গ্রন্থে লিখেছেন, He is Muhammad (Highly Praised) Chapter VIII padsage III) Prof. Ramkrishna Gao (Govt. College for Womens, Mysore, Karnatak) fajr Muhammad, The prophet of Islam গ্রন্থে লিখেছেন- In the desert of Ardbia was Muhammad Born, ... The meanse name "highly praised" নরাশংস অর্থ প্রশংসিত, Muhammad অর্থ প্রশংসিত।

খ) কৌরম অর্থ দেশত্যাগী। এটা উক্ত ঋষির দ্বিতীয় পরিচয়। মন্ত্রে উক্ত হয়েছে যে, দেশত্যাগী ব্যক্তিকে ষাট হাজার নব্বই ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্ট হচ্ছে।

আমার ইতিহাসে দেখতে পাই যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে আরব দেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট হাজার।

আরো দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পিতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান এবং সমগ্র আরব দেশের ষাট হাজার মানুষ তাঁর সঙ্গে বৈরিতা পোষণ করে।

সুতরাং নরাশংস-প্রশংসিত; কৌরম-দেশত্যাগী, উভয় বিষয় হযরত মুহাম্মদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রযোজ্য হয়েছে।

২য় মন্ত্রঃ
এই মন্ত্রে উক্ত ঋষির তিনটি পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে।

ক) উষ্ট্রে আরোহণকারী হবেন এর দ্বারা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় যে, (১) ভবিষ্যতে আগমনকারী ঋষি ভূমিদেশের অধিবাসী হবেন এবং (২) (ক) তিনি ভারত বহির্ভূত অহিন্দু জাতি থেকে আবির্ভূত হবেন। কারণ, উট মরুদেশ ছাড়া পাওয়া যায় না এবং হিন্দু ব্রাহ্মণের জন্য মনুস্মৃতিতে উটে আরোহণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে (১১ : ২০১)। এমনটি মনুসংহিতায় উটের দুধ ও গোশত খাওয়াও নিষিদ্ধ করা হয়েছে (৫:৮, ১১:১৫৭)।
খ) তাঁর একাধিক স্ত্রী থাকবে।
গ) তিনি রথে চড়ে ঊর্ধ্বাকাশে ভ্রমণ করবেন।
এই তিনিটি পরিচয়ও হযরত মুহাম্মদ সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয়। তিনি মরুভূমি আরব দেশের অধিবাসী ছিলেন, তিনি জীবন ব্যাপী উঠে আরোহণ করেন, তাঁর একাধিক স্ত্রী ছিল এবং তিনি আসমানীবাহন বোরাকে চড়ে সপ্ত আকাশ, জান্নাত সমূহে ভ্রমণ করেন, যা মি'রাজ নামে খ্যাত। ঐতিহাসিক Hitti এভাবে বর্ণনা দেন- Within this Pri- Higirah period there also falls the dramatic isra that nocturnal journey in which the prophet is said to have been instantly transported from ald Kahab to Jerusalem Prelimanary to his ascent (Mirj) to the seventh heaven. (History of the Arabs Ch VIII page-14)

৩য় মন্ত্রঃ
ক) এখানে উক্ত ঋষির আরও একটি নাম দেয়া হয়েছে, তা হল 'মামহ'। 'মামহ' সংস্কৃত নয়, তা বিদেশী শব্দ। মামহ আসলে আরবী মুহাম্মদ এর সংস্কৃত রূপ।

ঋগবেদে ৫ম মণ্ডল, ২৭ মুক্ত ১ম মন্ত্রেও মামহ ঋষির উল্লেখ্য আছে।
খ) উক্ত ঋষিকে একশ স্বর্ণমুদ্রা, দশটি হার, তিনশত অশ্ব এবং দশ সহস্র গাভী প্রদত্ত হবে।

স্বর্ণমুদ্রা, হার, অশ্ব ও গাভী-এগুলো পার্থিব অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে না। কারণ, এ সকল পার্থিব বস্তু লাভের দ্বারা কোন ঋষির মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। বরং তাঁর পার্থিব কলুষতাই প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর শিষ্যগণের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতার ক্ষেত্রে একশত জন স্বর্ণমুদ্রা স্বরূপ, দশজন গলার হার স্বরূপ, তিনশজন ধর্ম-যোদ্ধা অশ্ব স্বরূপ এবং দশ হাজার জন সততা ও মানব কল্যাণের প্রতীক গাভী স্বরূপ হবেন।

হযরত মুহাম্মাদের শিষ্যগণের একশত জন সংসারী ত্যাগী ও আল্লাহতে সমর্পিত প্রাণ ছিলেন, যাঁরা ইতিহাসে 'আসহাবে সুফফা' নামে খ্যাত

ছিলেন। দশজনকে তাঁদের ধর্মে চরম সফলতা লাভের জন্য এই ইহজীবনেই জান্নাত লাভের সুসংবাদ দেয়া হয়। যারা আশারা মুবাশ্শারা (সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ) নামে খ্যাত।

হযরত মুহাম্মদ মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আসেন। কিন্তু মক্কার বিপক্ষগণ ৩০০ মাইল দূরে মদীনা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে এক হাজার সৈন্যসহ আগমন করেন। হযরত মুহাম্মদ তাঁর তিনশত শিষ্য নিয়ে তাদের মুকাবিলা করেন এবং সেই তিনশতের বীরত্ব ও বিক্রমে বিপক্ষের এক হাজার সৈন্য পরাজিত হয় এবং তাদের সত্তরজন নিহত ও সত্তরজন বন্দী হয়। যার ইতিহাসে 'বদরী সাহাবা' নামে খ্যাত।

হযরত মুহাম্মদ অষ্টম হিজরীতে দশ হাজার শিষ্যসহ মক্কাভিমুখে বহির্গত হন। মক্কাবাসীগণ সামান্য প্রতিরোধ করার পর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। হযরত মুহাম্মদ তাদের প্রতি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদর্শন করেন এবং তাঁর দশ হাজার শিষ্য-সৈন্যগণও সকলের প্রতি উদার ব্যবহার দেখান। এ জন্য তাঁদেরকে গাভীর ন্যায় কল্যাণের প্রতীকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইতিহাসে এ ঘটনা 'মক্কা বিজয়' নামে খ্যাত।

অতএব, মন্ত্রের এরূপ সুসামঞ্জস্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই নির্দেশ করছে।

৪র্থ মন্ত্রঃ

এখানে বলা হয়েছে, হে রেভ, সত্য প্রচার কর।

বেদের হিন্দুর ভাষ্যকার

(Hindu Commenatators)'রেভ' এর অর্থ করেছেন N'g who glorifies অর্থাৎ যিনি প্রশংসা করেন তথা প্রশংসাকারী। অর্থাৎ রেভ দ্বারা এমন ঋষিকে সম্বোধন করে সত্য প্রচার করার ঐশী আদেশ দেয়া হয়েছে, যাঁর নামের অর্থ প্রশংসাকারী।

আহমদ (The form which his name takes in the Koran is Muhammad and once Ahmad. History of the Arabs ch VIII page III)

আহমদ অর্থ প্রশংসাকারী। রেভ এর সংস্কৃত শব্দ।

কুরআনে তাঁকে আদেশ দেয়া হয়েছে, 'আপনার প্রভুর নিকট হতে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়, তা প্রচার করুন।'

৫ম মন্ত্রঃ

এখানে মক্কা বিজয় যাত্রার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রশংসাকারীর দল প্রভুর প্রশংসা করতে করতে চলছে আর তাঁদের সন্তানগণ গৃহে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

৬ষ্ঠ মন্ত্রঃ

এখানেও রেভ ঋষিকে জ্ঞানময় স্তোত্র (প্রশংসাগীতি) ধারণ করে মানুষের মধ্যে তীরন্দাজের ন্যায় সুনিপুণভাবে প্রচার করতে আদেশ করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ কুরআনকে হাকিম জ্ঞানময় গ্রন্থ বলা হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় যে, কুরআনের প্রথম সূরাটিও প্রভুর প্রশংসা দ্বারা আরম্ভ হয়েছে। ‘‘সমস্ত সৃষ্টি জগতের সৃষ্টিকর্তা প্রভু আল্লাহর সকল প্রশংসা, যিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু।’’ (সূরা ফাতিহা)

৭ম মন্ত্রঃ

এখানে উক্ত ঋষিকে রাজ ক্ষমতার অধিকারীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে যে, তিনি রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে দেশে শান্তি স্থাপন করবেন।

হযরত মুহাম্মদই একমাত্র সেই ঋষি ব্যক্তি, যিনি রাজ সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন এবং বিশ্বে সমাচ্ছন্ন অজ্ঞতা ও বর্বরতার (Time of ignorance and barbarism, Prof. Hitti ch VII) যুগের অবসান ঘটনা এবং সমগ্র আরব তথা বিশ্বে সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ইসলাম, যার অর্থ শান্তি।

এ মন্ত্রে সেই রাজ ঋষিকে বিশ্বজনীন বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি কোন বিশেষ জাতি বা দেশের ঋষি হবেন না। বরং তিনি হবেন বিশ্বনবী এবং তাঁর কাছে এমন বিশ্বজনীন ঐশী বিধান থাকবে, যার সাহায্যে বিশ্বকে শাসন ও পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এটা কষ্টি পাথরে যাচাই করলে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর কুরআনই চিহ্নিত হতে পারে, অন্য কেউ নয়। এ জন্য কুরআন হযরত মুহাম্মদকে বিশ্বনবী এবং কুরআনকে বিশ্বজনীন বিধান (যিকরাল লিল ‘আলামীন) বলে ঘোষণা করা হয়েছে, যা বিশ্ব ইতিহাসের কষ্টি পাথরে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ও অমর হয়ে আছে।

৮ম-৯ম মন্ত্রঃ

এখানে ও ঋষিকে রাজারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁর রাজ্যে এরূপ শান্তি বিরাজ করবে যে, একজন কুলবঁধুও বাজার থেকে নির্ভয়ে, দিবা-রাত্র যে কোন সময় দধি ক্রয় করে আনতে সক্ষম।

www.islamijindegi.com

পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র হযরত মুহাম্মদের যুগেই সম্ভব হয়েছিল বর্তমান আধুনিক যুগেও যা সম্ভব হচ্ছে না। অধুনা দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য নারীগণ বাইরে যাওয়ার সময় নিজের নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র সঙ্গে নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং সে জন্য তারা অস্ত্র চালনা শিক্ষা গ্রহণ করছেন। অথচ অত্যাশ্চর্য হলেও সত্য যে, আজো সকলে মক্কায় আযান শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ গৃহ ও দোকানসমূহ উম্মুক্ত রেখেই মসজিদে নামায পড়তে ছুটে যান।

১০ম মন্ত্রঃ

৭ম ৯ম ও ১০ম মন্ত্রে উক্ত ঋষিকে 'পরীক্ষিত' নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

পণ্ডিত খেমরচণ দাস ত্রিবেদী মহাশয় 'পরীক্ষিত' এর অর্থ সর্ব প্রকার ঐশ্বর্যবান রাজা করেছেন। (গ্রন্থটি কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে আছে।)Call. No. 180 Jb. 92. 119 (5)
এখানে তাঁর রাজত্বে শান্তি ও সমৃদ্ধির উল্লেখ করা হয়েছে।

১১শ মন্ত্রঃ

এখানে ঋষিকে ৪র্থ মন্ত্রের ন্যায় 'প্রশংসাকারী' বলা হয়েছে এবং তাঁকে সর্বত্র ঈশ্বরের প্রশংসা করতে আদেশ দান করা হয়েছে।

ইতিপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মাদের অন্য নাম আহমদ, অর্থ প্রশংসাকারী এবং কুরআন হল প্রভুর প্রশংসা গীতি।

১২শ-১৩শ মন্ত্রঃ

এখানে উক্ত ঋষির রাজত্বে জনমানব ও পশু সকলে উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটবে বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মাদের নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত মুসলিম জাতি পৃথিবীতে কত সমৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করেছিল তা নিঃসন্দেহে বিশ্ব ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়, এ কথা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে।

১৪শ মন্ত্রঃ

এখানে ঋষিকে বীর যোদ্ধা নামে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁকে আমাদের প্রশংসা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছে, যাতে আমরা পাপ হতে রক্ষা লাভ করি।

যোদ্ধা ঋষি আমরা একমাত্র হযরত মুহাম্মাদকেই দেখতে পাই। এজন্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর সম্পর্কে লেখেন- The Koran with the one hand and the sowrd with the other (History of the

adrabs, Hitti ch XIP 143) এক হাতে কুরআন,অন্য হাতে তলোয়ার।

তাঁর প্রশংসা করলে পাপ মোচন হয় এবং পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়, এই বলে 'কুন্তাপ' মন্ত্র সমাপ্ত হয়েছে।

যিনি মাতৃ দুগ্ধ পান করেন নাই

চিত্র ইচ্ছিশোস্তরুণ্যস্য বক্ষথো নযোগ মাতরাবন্বেতি ধাতবে।
অণূধা যদজীজনদদা চিদা ববক্ষৎ সদ্যে মহিদূত্যাংতচরণ্। ৬৪ (সামবেদ, আগ্নেয় কান্ড, ৬৪মন্ত্র)

এই শিশুর এই তরুণের কাজ বড়ই বিচিত্র। এ স্তনপানের জন্য মায়ের কাছে পায় না। এর মাতার স্তন নেই, তবু এ জন্মমাত্রই মহান দেবদৌত কার্যের ভার গ্রহণ করল।৬৪

এখানে "অগ্নি" বলতে এমন এক ঋষিকে নির্দেশ করা হয়েছে, যিনি জ্যোতির্ময় এবং অগ্নির ন্যায় তেজ-শালী ও বিধর্মী অসুরগণের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগকারী হবেন। তিনি কোন দেবতা নন, বরং তিনি দেবদূত হবেন অর্থাৎ মানুষ হবেন। কারণ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, পয়গম্বরগণই দেবদূত হন। মন্ত্রে উল্লেখিত ঋষির পরিচয় সম্পর্কে এক বিশেষ লক্ষণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তিনি মাতৃদুগ্ধ পান করবেন না। অন্যের দুগ্ধপান দ্বারা প্রতিপালিত হবেন।

শ্রী শিশির দাস মহাশয় তাঁর "প্রিয়তম নবী" গ্রন্থে লিখেছেন যে, " তৎকালে আরবের সম্ভ্রান্ত শহরবাসীগণ শুদ্ধ আরবী ভাষা আয়ত্তীকরণ এবং মরুভূমির উন্মুক্ত পরিবেশে লালিত-পালিত হয়ে প্রকৃত আরবীর বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করানোর উদ্দেশ্য নিজেদের সন্তানদের শহরের কলুষিত নাগরিক পরিবেশ থেকে দূরে বেদুইন পরিবারগুলির মধ্যে প্রতিপালনের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। এই প্রথা অনুযায়ী বছরে দুবার গ্রাম্য মহিলাগণ শহরে আসতেন এবং সম্ভ্রান্ত ও ধনী শহরবাসীগণ তাঁদের দুগ্ধ পোষ্য শিশু সন্তানগুলিকে প্রতিপালনের জন্য তাঁদের হাতে সমর্পন করতেন। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এতিম শুনে ধাত্রী মহিলারা কেউই তাঁকে গ্রহণ করল না। এ দিকে বিবি হালীমার দুধ কম দেখে কেউই তাকে শিশু দিল না।

হালীমার বর্ণনা-খালি হাতে বাড়ী যাওয়ার চেয়ে ঐ এতিম শিশুটিকে নিয়ে যাওয়া উত্তম। স্বামীর মতামতও তাই হল। আমি এতিম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের দেশে-ঘরে নিয়ে এলাম।

তাঁকে দুধ পান করাতে বসেই বরকত, মঙ্গল ও কল্যাণের আগমন দেখতে পেলাম। আমার বুকে দুধের জোয়ার এসে গেল।

সুতরাং মন্ত্রে উল্লেখিত লক্ষণ দ্বারা একাধারে ঋষির দেশ এবং পরিচয় নির্ণয় হয়। পৃথিবীর আরবই একমাত্র দেশ, যে দেশের শিশুরা মাতৃদুগ্ধে প্রতিপালিত না হয়ে ধাত্রী মহিলার দুধে প্রতিপালিত হয়। পৃথিবীর আদি হতে আজ পর্যন্ত যত ঋষি-পয়গাম্বর আবির্ভূত হয়েছেন, তন্মধ্যে একমাত্র আরব দেশের মুহাম্মাদই মাতৃদুগ্ধ পান না করে ধাত্রীর দুগ্ধে প্রতিপালিত হন। অতএব, সর্বতোভাবে আরব দেশে হযরত মুহাম্মদই নির্দেশিত হচ্ছেন।

সম্রাজ্যধারী ও বিশ্বমানবকে দীপ্তিদানকারী

পয়ং পৃথিব্যাং পয় ওষধীষূ পয়ে দিব্যন্তরীক্ষে পয়ো ধাঃ
পয়স্বতীঃ প্রদীশঃ সন্ত মহ্যম। ৩৬
দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবে হশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণেঞা হস্তাভ্যাম।
স্বরস্বত্যৈ বাচো যন্ত্রর্যন্ত্রোণাগ্নেঃ
সাম্রাজ্যেনাভিষিঞ্চামি। ৩৭
-হে অগ্নি, তুমি পৃথিবীতে রস স্থাপন কর, সেরূপ ওষধীতে, স্বর্গে অন্তরীক্ষে রস স্থাপন কর। আমার জন্য দিক বিদিক রসযুক্ত হোক। ৩৬ সবিতা দেবতার অনুজ্ঞায়, অশ্বিদ্বয়ের বাহুদ্বয়ের বাহুযুগলে, পুষাদেবতার হাত দ্বারা, সরস্বতীর বাণীতে, প্রজাপতির নিয়ন্ত্রণে, অগ্নির সাম্রাজ্যে হে যমমান তোমাকে স্থাপন করছি। ৩৭ [শুক্ল, ১৮ তম অধ্যায় ৩৬-৩৭শ মন্ত্র]

এখানে অগ্নি বলতে বস্তুবাচক অগ্নি নং, বরং ভাব ও গুণবাচক অগ্নি। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে, অগ্নি মনুষ্য হতেই উৎপন্ন হয় (১ম মন্ল ১২৮ শুক্ত ১ম মন্ত্র।) শ্রী পরিতোষ ঠাকুর মহাশয় সামবেদের ১২৭৯ নং মন্ত্রে অগ্নির অর্থ রশ্মি করেছেন এবং তিনি উক্ত বেদের ভূমিকায় অগ্নির অর্থ গতিযুক্ত করেছেন। বেদে যে সকল পার্থিব বস্তুসমূহের উল্লেখ করা হয়েছে, তা সমস্তই গুণবাচক। কিন্তু মানবজাতির দুর্ভাগ্য যে, ঐগুলিকে বিকৃত করে বস্তু পূজায় মানুষের মাথা নত করে দিয়েছে, যেখানে একমাত্র বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টিকর্তার নিকট ছাড়া মানুষের চেয়ে অধম নিকৃষ্ট কোন বস্তুর নিকট মাথা নত করা উচিত ছিল না।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মরা শাস্ত্রকে এরূপ কুক্ষিগত করে যে, অন্য কোন মানুষের বেদ পাঠ করা, শ্রবণ করার কোন অধিকার ছিল না। সেজন্য তাঁরা সমগ্র বেদকে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ, বরুণ, অশ্ব, গাভী ইত্যাদি রূপক শব্দ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেন, যাতে কোন অব্রাহ্মণ ব্যক্তি গোপনে বেদ

www.islamijindegi.com

পাঠ বা শ্রবণ করলেও যেন প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়। যদি বেদসমূহে উল্লেখিত প্রাকৃতিক শব্দসমূহের বস্তুগত অর্থ হয়, তাহলে সেটাকে আসমানী গ্রন্থ বলা খুবই দুরূহ হবে।

আলোচ্য মন্ত্রে অগ্নি বস্তুবাচক হলে কখনো পৃথিবী, ওষধি, স্বর্গ অন্ত ঋক্ষ ও মানুষের চতুর্দিকে সেটাকে রস স্থাপন করতে বলা হত না। আসলে 'অগ্নি' বলতে এমন এক মহান ঋষিকে নির্দেশ করছে, যিনি অগ্নির ন্যায় সকল ঋষি অপেক্ষা মহান, শক্তিশালী, জ্যোতির্ময় এবং ধর্মদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ দ্বারা বিনাশকারী হবেন। সে জন্য এই অধ্যায়ের ৩৮শ মন্ত্রে বলা হয়েছে-"সত্য যে সহ্য করে, অসত্যে ক্রুদ্ধ হয়, সত্য যার স্থান, সে অগ্নিরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমাদের রক্ষরা করুন। তাঁকে একাধারে 'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়' বলার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য আছে। মনুর বিধান অনুযায়ী হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র শিক্ষা ও দীক্ষায় রত থাকবেন এবং ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণের কাজ করার অধিকার দান করা হয়নি। কিন্তু উপরোক্ত মন্ত্রে উল্লেখিত ঋষি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি একাধারে শাস্ত্রের পালন, শিক্ষা ও দীক্ষা দিবেন এবং তৎসহ রাজ্য শাসনকারী রাজা হবেন। এই অধ্যায়ে তাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বলে সাতবার সম্বোধন করা হয়েছে। কখনো অগ্নিরূপে গন্ধর্ব, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, কখনো সূর্যরূপ সূর্য্যের কিরণতুল চন্দ্ররূপ বায়ূরূপ সে তুমি ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বলে। আবার ৩৭ শ মন্ত্রে স্পষ্টভাবে অগ্নির সাম্রাজ্য উল্লেখ করা হয়েছে।

এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে দৃষ্ট হয় যে, একমাত্র হযরত মুহাম্মদ ছিলেন একাধারে ব্রাহ্মণ তুল্য শাস্ত্রের শিক্ষা দীক্ষা দানকারী ঋষি, অন্য দিকে ক্ষত্রিয় তুল্য রাজা ও ঐশী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী মহাপুরুষ।

রুচ নো ধেহি ব্রাহ্মণেষূ রুচং রাজসু নস্কৃধি।
রুচং বিশ্যেষু শুদ্রেষূ ময়ি ধেহি রুচা রুচম। ৪৮
হে অগ্নি, ব্রাহ্মণ আমাদের দীপ্তি দাও, আমাদের ক্ষত্রিয়দের দীপ্তি দাও, আমাদের বৈশ্য ও শূদ্রদের দীপ্তি দাও এবং আমায় অবিচ্ছিন্ন দীপ্তি দাও। ৪৮ (শুক্ল, ১৮শ অধ্যায় ৪৮ মন্ত্র)
উপরোক্ত মন্ত্রটি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং মন্ত্রে উল্লেখিত ঋষিকে নির্ণয় করার পক্ষে একটি নির্ণায়ক লক্ষণ।
মহর্ষি মনু মনুসংহিতায় শূদ্র সম্পর্কে বিধান দিয়েছেন যে, শূদ্রস্য তু জ্ঞগুন্নিতম্ শূদ্রের নাম হবে হীনতা প্রকাশক (প্রথম সর্গ ৩১শ মন্ত্র)

www.islamijindegi.com

যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ধর্মোপদেশ দিবেন..... তিনি সেই শূদ্রের সঙ্গে অসংকৃত নামক ঘোর নরকে পতিত হবে। (৪র্থ সর্গ ৮১ মন্ত্র) এমন কি লৌকিক বিষয়েও শূদ্রকে কোন উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ (৪র্থ সর্গ ৮০)

মনুসংহিতার সঙ্গনুবাদকারী শ্রী ডাঃ মুরারিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় ২য় সর্গের ১২৭শ মন্ত্রের আলোচনায় লিখেছেন, "শূদ্রকে যেন কখনও ভুল করে- কি বাবা, কুশল তো? ও জাতীয় প্রশ্ন না করা হয়।"

এর পরিপ্রেক্ষিত বেদের উপরুক্ত ৪৮শ মন্ত্রে শূদ্রের জন্য ঋষির নিকট মঙ্গল কামনা করা বা ঋষি ঈশ্বরের নিকট হতে যে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও দীপ্তি এনেছেন তা ব্রাক্ষন ও ক্ষত্রিয়দের মত শূদ্রদের দান করার জন্য প্রার্থনা করা কল্পনাতীত ব্যাপার। এতদ্বারা স্পষ্ট হয় যে, মন্ত্রে ঋষির নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র সকলে সমান বলে বিবেচিত হবে এবং তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেণীর মানুষকে ধর্মীয় দীক্ষা দেবার জন্য আগমন করবেন, অর্থাৎ তিনি হবেন বিশ্ব জনীন ঋষি এবং তাঁর এমন ধর্ম হবে, যাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় শূদ্র সকলে সমানভাবে ধর্ম শিক্ষা ও দীক্ষা করার ও ধর্ম পালন কারার অধিকার থাকবে।

এরূপ কে ছিলেন? তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ। যিনি মানুষের মধ্যকার ভেদাভেদ নির্মূল করে দেন এবং বিশ্বমানবের প্রত্যেকটি ব্যক্তির জন্য ধর্মের অধিকার, কুরআন পাঠের অধিকার এবং আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ করার অধিকার ও মসজিদে প্রবেশের অধিকার দান করেন। তাঁর নিজস্ব মদীনার মসজিদের আযান দানকারীর সম্মান লাভ করেন ক্রীতদাস বিলাল। তার বাণীসমূহ সবচেয়ে বেশী সংগ্রহকারী এবং ইসলাম ধর্ম যে ব্যক্তির হাদীস বর্ণনার উপর সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল, তিনি হলেন ক্রীতদাস আবূ হুরাইরা। হযরত যে ব্যক্তিকে নিজ পোষ্যপুএ বলে গ্রহণ করেন, তিনি হলেন ক্রীতদাস যায়েদ। তিনি অন্তিমকালে মুসলিম সৈন্য বাহিনীর সেনাপতি নির্বাচন করেন উক্ত ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র উসামাকে। এ কথা অতীব সত্য যে, তার নিকট এবং তার প্রচারিত ধর্মেই বিশ্বমানবের প্রত্যেকে সমান মর্যাদা লাভ করেছেন ।যার প্রতিফলন ইতিহাসের প্রতিটি পত্রে, প্রতি ছত্রে সোনার অক্ষরে অঙ্কিত আছে। ভারতের ইতিহাসে বাদশাহ ইলতুতমিশ যোগ্যতার ভিত্তিতে নিজ ক্রীতদাস সুবক্তগীনকে নিজ কন্যা দান করেন এবং রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেন। পৃথিবীর কোন ধর্ম মানুষকে এত বড় মর্যাদা দিতে পারেনি। হযরত মুহাম্মদই সেই মহান ঋষি, যিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্র সকলকে দীপ্তি দান করেছেন। সে জন্য কুরআন তাকে বিশ্বনবী তথা বিশ্বজনীন ঋষি বলে আখ্যা দিয়েছে।

এর পরবর্তী ৪৯শ মন্ত্রে তাকে ‘বোধ্যুরশংসম্ব’- ‘বহুস্তম্ব’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অন্যান্য বহুমন্ত্রে যাকে নরাশংস নর স্তত বলা হয়েছে, এখানে তাকেই ‘বহুস্তত’ বলা হয়েছে। অতএব, নরাশংস ও বোধ্যুরশংস, শব্দদ্বয়ের আভিধানিক অর্থের দৃষ্টিতে ‘মুহাম্মদ’ শব্দের পূর্ন সামঞ্জস্যতা প্রকাশ করছে।

ইসলাম ধর্ম বিশ্বমানবের সকলের ধর্ম এবং সে ধর্ম পৃথিবীর শেষ প্রান্তরেখা পর্যন্ত প্রচারিত প্রসারিত হয়েছে। হিন্দু ধর্ম কেবলমাত্র ব্রাক্ষণদের ধর্ম এবং আর্যাবর্তরে বাইরে প্রচার এমন কি ভ্রমণ করাও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যীশু নিজেকে কেবলমাত্র নবী ইসরাঈলদের পয়গাম্বর বলে ঘোষণা করেছেন এবং অন্য জাতিকে কুকুর ও শূকর আখ্যা দিয়ে তাদের নিকট ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ করেছেন। [মথি ৭:৬, ১৫: ২৪:২৬]

তে ত্বামদা আমদন্তানি বৃষ্ণ্য তে সোমাসো বৃত্রহত্যেষু সতপতে।
যত্ কারকে দশ বৃত্রাণ্যপ্রতি বহির্ম্মাত নি সহস্রানি বর্হয়ঃ।।
[ঋগেদ ১ম খণ্ড ৫৩ সুক্ত ৬৯ মন্ত্র]
হে সজ্জন পালক ইন্দ্র! শত্রু হননের সময় তোমার আনন্দদায়ী সহায় মরুৎগণ তোমাকে হৃষ্ট করেছিল, হে বর্ষণকার ইন্দ্র! সে হব্য ও সোমরস সমুদয় তোমাকে হৃষ্ট করেছিল। যে সময় তুমি শত্রুদের দ্বারা অপ্রতিহত হয়ে স্তুতিকারক ও হব্যদাতা যজমানের জন্য দশ সহস্র শত্রুগণের উপদ্রব বিনাশ করেছিলে।

এখানে কয়েকটি বিষয় অনুধাবন যোগ্য (১) ইন্দ্র স্তুতিকারণ ও হব্যদাতা যজমানের জন্য শত্রু বিনাশ করেন। (২) শত্রু সংখ্যা দশ হাজার ছিল। (৩) এই যুদ্ধে ইন্দ্র বর্ষণকারী মূর্তিধারণ করেন এবং মরুৎ তথা ঝড় ঝঞ্ঝা তাঁর সহায় ছিল।

আমরা ইতিহাস খুললে দেখতে পাই যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুটি নাম ছিল ১) মুহাম্মদ ২) আহমাদ

মুহাম্মদ অর্থ প্রশংসিত; আহমদ অর্থ প্রশংসাকারী। (History of the Arabs, Prof hittih VIII) বেদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ‘মুহাম্মদ’ এর অর্থবাচক নরাশংস, ইঙ্গিত প্রভৃতির উল্লেখ আছে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ‘আহমাদ’ এর অর্থজ্ঞাপক অহমিন্ধি, কার ইত্যাদি (প্রশংসাকারী) রূপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে স্তুতিকারক অর্থাৎ আহমদ নামে উল্লেখ্য হয়েছে।

হযরত মুহাম্মদ বিধর্মীগণের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্মম নির্যাতনের চরম সীমা অতিক্রম করার ফলে এমনকি তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি ও তার শিষ্যগণ নিরূপায় হয়ে মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে তিনশত মাইল দূরবর্তী মদীনায় আশ্রয় নেন। তখন মক্কাবাসীগণ মদীনা আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে এবং ৬২৭ খৃষ্টাব্দে দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনার চতুর্দিক অবরোধ করে। মুসলিমগণ আত্মরক্ষার্থে মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। এই সময় হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং শত্রুগণের সমস্ত শিবির ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। তখন তারা পলায়ণ করতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধে ইতিহাসে 'আহযাবের যুদ্ধ বা পরিখার যুদ্ধ' নামে খ্যাত-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

'হে মুমিনগণ! তোমারা আল্লাহর সাহায্যকে স্মরণ কর; যখন তোমাদের উপর স্বজাতিরা আক্রমণ করতে আগত হয়, তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি এবং তোমাদের অদৃশ্য ফেরেশ্তাগণকে প্রেরণ করি। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৯)

কি অপূর্ব ঐতিহাসিক মিল।
উক্ত মন্ত্রটি অথর্ববেদে ২০ খণ্ড ও ৩ অনুবাক ৪র্থ সুক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রেও উল্লেখিত আছে।

বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযান

যুধ্যযুধমুপ ঘেদেষি ধষ্ণুয়া পুরা পুরং সমিদিং হংস্যোজসা।
নম্যা যদিন্দ্র সংখ্যা পরাবতি নিবর্হয়ো নমুচিং নাম মায়িনন।।
তং করঞ্জমুত পর্ণয়ং ববীস্তেজিষ্টাবাতিথিগ্বস্য বর্তনী।
ত্বং শত বঙ্গ দস্যাভিনত্ পুরোহনানুদঃ পরিষূতা ঋঝিশ্বনা।
(ঋগেদ ১ম মণ্ডল ৫৩সুক্ত ৭-৮ মন্ত্র)
উক্ত মন্ত্র দুটি অথর্ববেদে ২০শ মণ্ডল ৩য় অনুবাক ৪র্থ সুক্তে ৭-৮ মন্ত্রেও উল্লেখিত হয়েছে।
বেদের ভারত বিখ্যাত ভাষ্যকার পণ্ডিত থেমকরণ দাস ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থ এভাবে করেছেন-

হে ঐশ্বর্যবান সেনাপতি তুমি যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর এবং বল প্রয়োগে দূর্গের পর দূর্গ ধ্বংস কর। তুমি নমনীয় মিত্রের সঙ্গে দূর দেশস্থ (নমুচিন) ক্ষমার অযোগ্য প্রসিদ্ধি কপট ব্যক্তিকে হত্যা করেছ।

www.islamijindegi.com

হে রাজন তুমি অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারী পুরুষগণের অত্যন্ত তেজস্বীয়তা দ্বারা হিংসুক ও আত্মসাৎকারীকে বধ করেছে। তুমি মাদর্ভক্তকারী প্রতিকূল দৃষ্টিগণ কর্তৃক সরল স্বভাব পুরুষগণকে পরিবেষিত শত দূর্গকে চূর্ন করেছ।

এখানে মন্ত্রে আলোচ্য ঋষির দু'টি পরিচয় দান করা হয়েছে।
১। তিনি যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন করবেন অর্থাৎ তিনি বহু যুদ্ধ করবেন।
২। দূর্গের অধিকারী চুক্তিভঙ্গকারী কপট ব্যক্তিদের সঙ্গে তার যুদ্ধ হবে এবং তাদেরকে পরাজিত করবেন।
৩। তাঁর সেনাবাহিনীতে অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারীগণ থাকবেন।
এক্ষণে ইতিহাসের পৃষ্ঠার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, হযরত মুহাম্মাদকে জীবনে যত বার ধর্মশত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে, অন্য কোন ঋষির জীবনে তা ঘটেনি। তিনি জীবনে যত যুদ্ধ করেছেন, তন্মধ্যে প্রধান হল বদরের যুদ্ধ, ওহুদের যুদ্ধ, পরিখার যুদ্ধ, খায়বারের যুদ্ধ, বনু কুরায়জার যুদ্ধ, বনু নজীরের যুদ্ধ, বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ, হুদায়বিয়ার চুক্তি, মক্কা বিজয়, হুনায়েনের যুদ্ধ, তায়িফের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ ইত্যাদি। এছাড়া আরো কতগুলো যুদ্ধ অভিযান আছে, যেগুলোতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে যোগদান করেন নি, কিন্তু তাঁর নির্দেশ মতে পরিচালিত হয়েছে। সে জন্য উপরোক্ত ৭ম মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হে ঐশ্বর্যবান সেনাপতি, তুমি যুদ্ধ হতে যুদ্ধান্তরে গমন কর।

২। হযরত মুহাম্মদ যখন মাতৃভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমন করেন, যখন তিনি মদীনাবাসী পৌত্তলিক, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল জাতির সাথে একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে ইহুদীগণ বিশ্বাসঘাতকতা, কপটতা করতে আরম্ভ করে এবং শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে। মদীনা ও খাইবারের ইহুদীগণ ছিল বহু দূর্গের অধিকারী। তারা হযরত মুহাম্মদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন করতে থাকে। যার পরিণামে বনু কুরায়জার যুদ্ধ, বনু নজীরের যুদ্ধ, বনু কায়নুকার যুদ্ধ এবং খায়বারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত মুহাম্মদ কপট ও চুক্তিভঙ্গকারী ইয়াহুদীদের সকল দূর্গ চূর্ণ করে দেন এবং তাদের পরাজিত করেন। দেখুন কত সার্থক সামঞ্জস্য।

৩। মক্কা হতে আগত হযরত মুহাম্মদ ও তার শিষ্যগণকে অতিথি রূপে মদীনার মুসলিম আশ্রয় দেন ও সর্বতো প্রকারে সাহায্য করেন। এজন্য ইতিহাসে তারা আনসার তথা আশ্রয়দাতা ও সাহায্যকারী নামে খ্যাত আছেন। অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারী ও সাহায্যকারী আনসার বাহিনী

www.islamijindegi.com

হযরত মুহাম্মদের সঙ্গে ঐ সকল যুদ্ধে যোগদান করেন। হযরত মুহাম্মদ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন ঋষির জীবনের সঙ্গে উপরোক্ত মন্ত্রসমূহের মিল দেখতে পাওয়া যায় না।

মক্কা বিজয়

ত্বমেতাঞ্জনরাঞ্জে দ্বির্দশাবন্ধুনা সুপ্রবসোপজগ্ম। ষষ্টিং সহস্রা নবতিং নবশ্রুতো নি কুচক্রেণ রথ্যা দুস্পাদাবৃণক। ৯ [ঋগ্বেদ ১ম খণ্ড ৫৩ সুক্ত ৯ম মন্ত্র]

সহায় রহিত সুশ্রবা নামক রাজার সাথে যুদ্ধ করার জন্য যে বিংশ নরপতি ও ষাট হাজার নিরানব্বই অনুচর এসেছিল, হে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র, তুমি শত্রুদের অলক্ষ্য রথচক্র দ্বারা তাদের পরাজিত করেছিল।(রমেশ চন্দ্র দত্ত অনুদিত) উক্ত মন্ত্রটি অথর্ববেদে ২০শ খণ্ড, ৩য় অনুবাক ৪র্থ সুক্তের ৯ম মন্ত্রে ও উল্লেখিত আছে।

ভারতবিখ্যাত বেদের ভাষ্যকার খেমকরণ দাস ত্রিবেদী মহাশয় উক্ত মন্ত্রের অর্থ করেছেন, হে ইন্দ্র (হে ঐশ্বর্যবান সেনাপতি) তুমি বহু বীর্তিবান, শত্রু হত্যাকারী, অস্ত্র চালনাকারী, রাজাকে তোমার পরিত্রান ও প্রতিপালন সাধন দ্বারা রক্ষা করেছ। তুমি এই পূজনীয় ও চরিত্রে আদর্শবান রাজার জন্য সাহায্যকারী ঋষি, অতিথিগনকে আশ্রয় দানকারী ও চলমান মানবজীবনের সহিত ধনবানের ন্যায় আচরণ অর্থাৎ মহৎ ও মর্যাদাকর আচরণ করতে থাকো।। ১০

[সুশ্রবসম-বহুকীর্তিবান; তুর্বযানম শত্রু হত্যাকারী অস্ত্র চালনাকারী; কুতসম্-সাহায্যকারী ঋষি; অতিথিগ্বর্ম-অতিথিগণকে আশ্রয় দানকারী চলমান মানুষ]

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কীর্তিবান, শত্রু হত্যাকারী, পূজনীয় ও চরিত্রে আদর্শবান রাজার পথে সাহায্যকারী ঋষি, অতিথিগণকে আশ্রয় দানকারী এবং চলমান মানুষগণ থাকবেন।

প্রশ্ন হল, তাঁরা কারা? আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, যখন মক্কায় বিধর্মীগণের অমানুষিক অত্যাচার-উৎপীড়নে হযরত মুহাম্মদ ও তাঁর শিষ্যগণের জীবন ধারণ করা সংকটময় হয়, তখন নিরূপায় হয়ে তার শিষ্যগণ প্রথমতঃ দেশত্যাগ করে আবিসিনিয়ার (বর্তমান নাম ইথিওপিয়া) গমন করেন। মক্কায় বিরুদ্ধাচরণকারী শত্রুগণের এক প্রতিনিধি দল আবিসিনিয়ার 'খৃষ্টান বাদশাহ'র নিকট গিয়ে মুসলিম শিষ্যগণকে ফেরৎ চায়, কিন্তু বাদশাহ হযরত মুহাম্মদকে সত্য পয়গম্বর ও ঋষি বলে স্বীকার করেন এবং মুসলিমগণকে আশ্রয় দান করেন।

www.islamijindegi.com

পুনরায় হযরত মুহাম্মদ ও তার শিষ্যগণ মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় আগমন করেন এবং মদীনাবাসীগণ তাদেরকে আশ্রয় দান করেন। ইতিহাসে উক্ত চলমান দেশত্যাগী ব্যক্তিগণ মুহাজির এবং আশ্রয় দানকারীগণ আনসার (সাহায্যকারী) নামে খ্যাত আছেন।

মন্ত্রে আবিসিনিয়ার বাদশাহ পুণ্যবান ছিলেন বলে তাকে সাহায্যকারী ঋষি বলা হয়েছে, দেশত্যাগী মুহাজিরগনকে চলমান মানুষ এবং মদীনার আশ্রয়দানকারীগণকে অতিথিগণকে আশ্রয়দানকারী, অতিথিবৎসল বলা হয়েছে।

দশ সহস্র অনুচরসহ মামহ

অথর্ববেদে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ মামহকে দশ সহস্র গাভী অর্থাৎ সাধু অনুচরবর্গ প্রদান করা হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

এষ ঋষয়ে মা মহে শতং নিস্কান দশ স্রজঃ।

ত্রীনি শতান্যর্বতা সহস্রা দশ গোনাম॥৩

[অথর্ববেদ ২০শ খণ্ড ৯ম অনুবাক ৩১শ সুক্ত ৩য় শ্লোক]

অর্থ- ঈশ্বর মামহ ঋষিকে একশত স্বর্ণ মুদ্রা, দশটি হার, তিনশত অশ্ব ও দশ সহস্র গাভী দিবেন। কোন ঋষি পৃথিবীতে স্বর্ণ মুদ্রা ও হার লাভ করে অশ্ব ও গাভী প্রতিপালন করার জন্য আগমন করেন না। ঐগুলো দ্বারা বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত শিষ্যর্বগকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ২৭ সুক্ত ১ম শ্লোকে আছে- অনস্বন্ত সৎপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠোঅসুরো মঘোনঃ

ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর ত্র্যরুন শ্চিকেত॥

অর্থাৎ চক্রবিশিষ্ট যানের অধিকারী (উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন) সত্যবাদী ও সত্যপ্রিয় চরমজ্ঞানী, শক্তিশালী ও মুক্তহস্ত ‘মামহ’ আমাকে তার বাণী দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন। সর্বশক্তিমানরে পুত্র সকল সদগুণের অধিকারী নিখিল বিশ্বের হিতকারী দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হবে।

এক্ষণে বেদের বিভিন্ন স্থানে মামহ ঋষির যে সকল লক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তা একত্র করলে দেখা যায় যে-

ক) মামহ মরুস্থলবাসী উষ্ট্রারোহী হবেন।(অথর্ববেদ ২০ম মণ্ডল ৯ম অনুবাক ৩১ সুক্ত)

www.islamijindegi.com

খ) মামহ দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হবেন। (ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডল ২৭ সুক্ত)

গ) মামহর যুগে বেদ ছাড়া অন্য স্তোত্র রচিত হবে ও যজ্ঞে পঠিত হবে। [ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১০৯ সুক্ত ২য় শ্লোক।]

মামহ মহাপুরুষ আর্য জাতি বহির্ভূত মরু নিবাসী উষ্ট্রারোহী হবেন। কারণ, মনু সংহিতা মতে আর্যজাতির জন্য উটের দুধ পান নিষিদ্ধ (মনু ৫০৮) উহার গোশত ভক্ষণ করলে অফকৃচ্ছ প্রায়শ্চিত করতে হবে (মনু ১১:১৫৭) এবং উটে চড়লে প্রাণায়ম শাস্তিযোগ্য পাপ হবে। (মনু ১১:২০২)।

আর্য ঋষিগণের মধ্যে কেউ দশ সহস্র অনুচরসহ বিখ্যাত হন নাই এবং বেদ ব্যতীত নতুন স্তোত্র রচনা করে যজ্ঞে পাঠ করার নির্দেশও দেন নাই ।

পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মদ আরব দেশের মরুস্থলবাসী ও উষ্ট্রারোহী ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক মক্কা অভিযানে দশ সহস্র অনুচরসহ বিজয় লাভ করে পৃথিবী বিখ্যাত হন এবং তাঁর উপর 'কুরআন' নামক নতুন স্তোত্র অবতীর্ণ হয়, যা প্রতিটি নামায ও বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে পাঠ করা আবশ্যিক করা হয়েছে। কুরআন পাঠ না করলে নামাযই হবে না।

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক তার রচিত Life of Muhammad Washingtion Irving নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- মহানবী মুহাম্মদ দশ হাজার শিষ্যসহ এই দুঃসাহসিক অভিযান মক্কা বিজয়ে বহির্গত হন।

সুতরাং আরব মরুদেশ নিবাসী উষ্ট্ররোহী, নতুন স্তোত্র পাঠকারী ও দশ সহস্র অনুচরের নেতা হযরত মুহাম্মদই যে সেই ঋষি, এটা প্রত্যয় হয়।

আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাইবেলের তিনটি স্থানে দশ সহস্রের নেতা এক মহাপুরুষ আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে-

ক) মহাপুরুষ মুসা মৃত্যুকালে ভবিষ্যদ্বাণী করেন- The lord came from sinai and rose up from seir into them he shined forth from mount paron and he came withhe thousands of saints from his right hand went afiery law for them (Deuteronomy 33:2) সদা প্রভু সীনায় হতে এলেন, সায়ীর হতে তাদের প্রতি উদিত হলেন, ফারান পর্ব হতে আপনা তেজ প্রকাশ করলেন; তিনি দশ সহস্র সাধুগণের সঙ্গে এলেন,

তাদের জন্য তার দক্ষিণ হস্তে অগ্নিময় ব্যবস্থা ছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২)। বাইবেলের বর্ণনা মহে ফারাণ হল আরব দেশ (আদি পুস্তক ২১:২৯)।

খ) My beloved is white and ruddy, the chiefest among the ghousand (Soloman's Song 5:10) "আমার প্রিয় শুভ্র লোহিত বর্ণ, তিনি দশ সহস্রের মধ্যে প্রধান নেতা (সলমনের গীত ৫:১০)

গ) Behold, the loft cometh with ten thousands of his saints (New Tretament Jude 1:14) দেখ, সদাপ্রভূ দশ সহস্র সাধুগণের সহকারে আগমন করেছেন। (যীহুদা ১:১৪)

বেদ ও বাইবেল উভয় ধর্মগ্রন্থ কত নিখুঁতভাবে একই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে এবং কত স্বার্থকভাবে তা হযরত মুহাম্মদকে নির্দেশ করছে।

মহাভারতের ভবিষ্যদ্বাণী

এখানে মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী লিখিত হল, যা শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় কর্তৃক বাংলা পদ্যে অনুদিত (মুদ্রিত ১২৯৮ বাং) ১৯০ অধ্যায়-

কালক্রমে বিষ্ণুযশা নামেতে ব্রাহ্মণ,
সম্ভল গ্রামেতে জন্ম লইবে তখন।
মহাবীর্য মহাবুদ্ধি কল্কী তাঁর ঘরে,
জন্মিবেন যথা কালে দেব কার্য তরে।

(ক) মনন মাত্রেতে তাঁর যুদ্ধ প্রয়োজন,
যাবতীয় দ্রব সব হবে আয়োজন।
বাহন, কবচ আর আয়ধ নিকর,
বহু যোদ্ধা আসিবেন তাঁহার গোচর।

(খ)ধর্মের বিজয় আর হইয়া সম্রাট,
প্রসন্ন হইয়া লোক সহ নিজ ব্রাহ্মণ।
দলিবেন হেকুল রাখিতে ব্রাহ্মণ,
যুগ পরিবর্তক সে পুরুষ রতন।

(গ)মার্কন্ডেয় কহিলে, গুণ হে রাজন,
কাকী অবতারে এইরূপে নারায়ন।
চৌরক্ষয় করি শেষে অশ্বমেধ যাগ,
আরম্ভিবে ঘটাসহ সেই মহাভাগ।

(ঘ)মেদিনী মণ্ডল করি ব্রাহ্মণে অর্পণ,
বিধাতৃ-বিহিন করি মর্যাদা স্থাপন।

(ঙ)পরে রমণীয় এক ক্লন ভিতরে,
করবের প্রবেশ যে হরিশ অন্তরে।
ভূলোকের অধিবাসী যত মরগণ,
সেই নিয়মেতে কার্য করিবে তখন।

(চ)পুনঃ যে আসিয়া সত্যযুগ দেখা দিবে,
অপূর্ণ ঘুচিবে সত্য বাড়িয়া উঠিবে।
ক্রিয়াবান হইবেন যত নরগণ,
সকলেতে রহিবেক প্রফুল্লিত মন।

(ছ)পূর্বে যেই আশ্রমেতে পাষান্ডের দলে,
রহিত পুরিয়া সদা পাপ কোলাহলে।
সেই সব স্থানে তবে সত্য পরায়ণ,
বহুবিধ লোক, রাজা, হইবে দশর্ণ।

(জ)মন্দ সংস্কার যতি চিরবদ্ধ সূত্র,
প্রজাগন মন হইতে হইবে নির্মূল।

(ঝ)সমুদয় ঋতুতেই শস্য যাবতীয়,
জনসিবে নাশিবারে দুঃখ পর দীয়।
মুনষোরা দানব্রত নিয়ম সাধনে।
বড় হইবেক তবে আনন্দিত মনে।

(ঞ)জগযজ্ঞ পরায়ণ হবে বিপ্রগণ
ষটকর্মে রহিবেক সবাকার মন।
ধর্মে অভিলাষী রব প্রফুল্লা দৃদয়,
ক্ষত্রিয়েরা বিক্রমেত করিবেক জয়।

(ট)ধর্ম সহকারে যতি নরপতিগণ,
করিবে সুবিচারে পৃথিবী পালন।
এচে বাষপ্রোক্ত আর ঋষিগণ হতে,
সম্ভুত পুরাণ যাহা আছে বিধিমতে।
তোমার সমীপে তাহা করিনু কীর্তন,
অতীত ও অনাগত করিয়া বর্ণনা।

পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা যুগের পূর্বে এমন এক যুগ ছিল, যখন পৃথিবী শিক্ষা দীক্ষা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা সর্বদিক দিয়ে অন্ধকারে

www.islamijindegi.com

নিমজ্জিত ছিল। ঐতিহাসিকগণ সেটা অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। ঐ যুগকে জানা আমাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ ঋষি কল্কী আগমনের পূর্বে পৃথিবীতে ঐরূপ যুগ হবে, তৎপর কল্কী আবির্ভূত হয়ে তার বিনাশ করবেন। তিনি সভ্যতা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে আসবেন না, বরং তিনি অজ্ঞতা ও অন্ধকার যুগে পৃথিবীতে যুগপরিবর্তক মহাপুরুষরূপে এসে সভ্যতা ও সত্য জ্ঞানের বিকাশ ঘটাবেন। অতএব, বর্তমান সভ্যতার যুগে কল্কীর জন্য অপেক্ষা করা ধর্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ কাজ।

দেখতে হবে, পৃথিবীতে এমন কোন যুগ ছিল, যা অজ্ঞতা ও অন্ধকারের যুগ এবং সেই যুগে এমন কোন মহাপুরুষ আভির্ভূত হয়েছেন কি-না, যিনি এসে সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, পৃথিবীতে ন্যায়ের বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন, শুধু সদ্বাবাণী দ্বারা নয়, শক্তি ও যুদ্ধ দ্বারাও অণ্যায়ের বিনাশ করেছেন, পৃথিবী ব্যাপী তাঁর ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শক্তি ও মহা বিস্ময়রূপে তার রাজত্ব কায়েম হয়েছে, তিনি একাধারে ঋষি এবং সম্রাট মহাভারত কত সুন্দররূপে কল্কীর পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে-
ধর্মের বিজয় আর হইয়া সম্রাট,
প্রসন্ন হইয়া লোকে সহ নিজ ঠাট।
দলিবেন শ্লেচ্ছল রাখিতে ব্রাহ্মণ,
যুগ পরিবর্তক সে পুরুষ রতন

ঐতিহাসিক Prof. Philip K. Hitti Zuvi History of the Arabs গ্রন্থে লিখেছেন-

The term Jahiloyah, Usually rendered time of ignorance or barbarism. The Jahlyah period, as used here, coves the century immediately Preeding the rise of Islam (Part Chapter VII Page 87.

জাহেলিয়ার অর্থ হল অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগ।

অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ বলতে ইসলাম আবির্ভাব হওয়ার পূর্ববর্তী যুগ যুঝায়।

ঐরূপ অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগে হযরত মহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার প্রধান পুরোহিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন- বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশ তারিখে, যে তারিখ সম্পর্কে সকল ধর্মগ্রন্থ একমত।

পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে, তাদের যত মহাপুরুষ ঋষি, দেবতা আছেন তাঁদের মধ্যে কারো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু হযর

www.islamijindegi.com

মুহাম্মদ সম্পর্কে মুসলিম বিদ্বেষী খৃষ্টান ঐতিহাসিক Prof. Philp K. Hitti মহাশয় পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, মহাপুরুষগণের জগতে একমাত্র হযরত মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হল ইতিহাসের আলোকে উজ্জ্বল- The only one of the World prophets to be born within the fuill light of history (History of the Arabs, Chapter VIII, Page III)

ধর্ম বিজয়ী আর সম্রাট- The while the one hanp and the sword with the other (Hitti Part Ch XI Page143) হযরত মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক হাতে কুরআন, অন্য হাতে তারবারী (ছিল)

মহাভারতে কল্কীর পরিচয় দান প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে-
ক) তিনি যুদ্ধ করবেন-হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি ধর্মপ্রচারের সহিত যুদ্ধ করেছেন।

খ) তিনি ধর্ম বিজয় সম্রাট, হিন্দু, ইহূদী, খৃষ্টান ধর্মসমূহ অসংখ্য দেবতা, মহাপুরুষগণের দ্বারা ধারাবাহিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং উক্ত ধর্মগুলোর সঙ্গে রাজত্বের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই একটি ধর্ম এবং একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, যা একমাত্র 'কল্কী অবতার' করবেন বলে শাস্ত্রসমূহে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

গ) চৌর তথা বিধর্মীদের বিনাশ শেষে অশ্বমেধ যাগ করবেন- হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র বিধর্মীদের বিনাশ ও সমগ্র আরব জয় করার পর শেষ হজ্জব্রত কুরবানী পালন করেন। এই জন্য এক The farewell Piligeramag বা বিদায় হজ্জ বলা হয় এর তিন মাস পরেই তিনি পরলোক গমন করেন।

ঘ) তিনি বিধাতৃ-বিহিত অর্থাৎ ঐশীবিধান লাভ করবেন-হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐশী বিধান কুরআন প্রাপ্ত হন এবং তা পৃথিবীতে স্থাপন করেন।

ঙ) তিনি স্বদেশে থাকবেন না। বরং পরে রমনীয় কাননযুক্ত স্থানে অবস্থান করবেন-হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় অবস্থান করেন, যা ছিল অত্যন্ত রমনীয় স্থান : Madina was much more favoured by nature (Hitti part I ch vii Page 104)

“ভূলোক অধিবাসীগণ সেই নিয়মে কার্য করবে” ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষ অনুরূপভাবে মক্কায় হজ্জ ও কুরবানী করার পর মদীনায় যাওয়ার নিয়ম পালন করছে।

চ) যে যুগে সত্যযুগ আসবে এবং অধর্ম ঘুচবে-হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করেন, তখন তিনি কুরআনের এই শ্লোক পাঠ করেন-সত্য এসেছে, মিথ্যা-অধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়েছে- Towards th end of January 630 the conquest of of Makkah was complete. Entering its great sanctuary Muhammad Smashed the many idals, said to have numbered three hundred and sixty, exclaming, Trath come and falshood that vanished! (Hitti Part 1 ch. 8 Page 118).

ছ) পূর্বে সেই আশ্রমে পাষন্ডের দল পাপ কোলাহল করত, কল্কী তা উদ্ধার করেন উপরে উল্লেখিত হয়েছে যে, মক্কার সবচেয়ে বড় ধর্মস্থান প্রতিমাপূজকগণের হস্তগত ছিল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা উদ্ধার করেন।

জ) তিনি চির বদ্ধমূল কুসংস্কারসমূহ নির্মূল করবেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে সকল কুসংস্কার নির্মূল করেন এবং বর্ণভেদ জাতিভেদ উচ্ছেদ করে ধর্ম পালনে সকলকে অধিকার দান করেন।

ঝ) তিনি দান ব্রতের নিয়ম সাধন করবেন। ইসলামে প্রতিটি ধনবান ব্যক্তির আয়ের উপর যাকাত রূপে শতকরা আড়াই টাকা দান করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা পৃথিবীর কোন ধর্মে নেই।

ঞ) তখন সকলে ষটকর্মে রত থাকবেন, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাপুরুষ রূপে পাঁচটি এবং সম্রাট রূপে একটি মোট ছয়টি বিষয়ের নির্দেশ দেন। এক আল্লাহতে বিশ্বাস, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত এবং জিহাদ এবং তার যুগে প্রতিটি মুসলিমকে উক্ত ছয়টি কার্যে রত থাকতে হত।

সুতরাং সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে যে, এই সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে নয়, বরং ঐতিহাসিকগণ যে যুগকে অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন, সেটাই কলি যুগ। সেই কলি যুগে আবির্ভূত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধর্ম, গুণাবলী, আদর্শ, ঐশীবিধান, যে প্রতাপ ও পরাক্রম নিয়ে এসেছিলেন এবং

কল্কীর গুণাবলী ও লক্ষণসমূহ সঙ্গে তাঁর যে সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তা একাধারা অভূতপূর্ব এবং বিস্ময়কর। বিশ্বের মানুষ আজ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে, ধর্মজগতে তাঁর মত সিদ্ধ মহাপুরুষ ধর্মের বিজয়ী কখনো আবির্ভূত হননি এবং পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মত রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সম্রাটও কেউ জন্মগ্রহণ করেনি।

মুর্তি পূজা লোপকারী কল্কি

বেদা ধর্মঃকৃতযগং দেবা লোক শ্চরাচরা,
হৃষ্টাঃ পৃশ্টাঃ সুসংতুষ্টা কল্কৌ রাজনী চাভবন।
নানা দেবাদি লিঙ্গেষু ভূষনৈর্ভূষিতেষুচ।
ইন্দ্রোজালিকবদ্ বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকা জন্ম সন্তি মায়া মোহাঢ্যা পাষন্ডাঃ সাধুবঞ্চকা।
-তিলকাচাঙ্গিত সর্বাঙ্গা কল্কৌ রাজনি কুত্রাচিৎ।
তিনি রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে বেদ, ধর্ম, কৃতযুগ, দেবগণ স্থাবর জঙ্গমাত্মক লিখিত জীব সকলের হৃষ্ট পুষ্ট ও সুপ্রীত হবেন। ২
পূর্বযুগে পূজক দ্বিজাতিরা নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত দেবমূর্তিমূহে ইন্দ্রজালিকবৎ ব্যবহার সকলকে মোহিত করত, তা দূর হবে।

কল্কি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কুত্রাপি তিলকাঙ্কিত-সর্বাঙ্গ মায়া মোহবিষ্ট সাধু বঞ্চক পাষন্ড দৃষ্ট হবে না।(কল্কি পুরাণ, ৩য় অংশ ষোড়শ অধ্যায়)

কল্কী আগমন করে নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মূর্তিপূজাকে রহিত করবেন এবং তাঁর যুগে সর্বাঙ্গ তিলকাঙ্কিত সাধু-সন্নাসী কুত্রাপি দৃষ্ট হবে না। কারণ তিনি সন্ন্যাস ধর্মকে রহিত করবেন। সুতরাং মূর্তিপূজকরূপী কল্কীর অন্বেষণ করা বাতুলতা মাত্র।

পৃথিবীর ইতহাসে একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তি, যিনি মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেন এবং মক্কা বিজয় দ্বারা আরব দেশে একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার পর কাবাগৃহ এবং সকল মন্দির হতে মূর্তিসমূহ অপসারিত করেন এবং তাঁর রাজ্যে তিলকধারী সাধু সন্ন্যাসী দৃষ্ট হয়নি, এমকি তাঁর ধর্মে সন্ন্যাস গ্রহণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

খৃষ্টান ঐতিহাসিক প্রফেসর হিট্টি বলেন- Towards the end of January 30 the conguest of Makkah was completen. Entering its great sanctuary Muhammad Smashed The many idols, said to have numbered three hundred and sixty, exclaiming,

Truth hath come and falsheood hath vanished! (History of Arabs Part I ch. 8 Page 118)

“৬৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীর শেষভাবে মক্কা বিজয় সমাপ্ত হয়। তার বৃহৎ ধর্মস্থানের মধ্যে প্রবেশ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসংখ্যা মূর্তি ধ্বংস করেন, যার সংখ্যা ৩৬০ টি বলে কথিত আছে এবং তিনি ঘোষণা করেনঃ সত্য আগমন করেছে এবং মিথ্যা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। অতএব, প্রতিটি লক্ষণই হযরত মুহাম্মাদের মধ্যে বিদ্যমান।

এসব তথ্য হিন্দুরা কেন জানেনা?

সমগ্র বেদের ছত্রে ছত্রে পচনদেব ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য, অগ্নি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের মাহাত্ম্য ও স্তর স্তুতি পরিলক্ষিত হয়। এখন প্রশ্ন হল, ঐ শব্দুগলোর বস্তুগত অর্থ প্রযোজ্য হবে? না, উহার গুণগত অর্থ? এটার সঠিক মীমাংসা, করতে হলে দেখতে হবে যে, বেদ কোন ধরনের গ্রন্থ? এটা কি মূলতঃ প্রাকৃতিক বর্ণনা ধরণের গ্রন্থ না ধর্মগ্রন্থ?

একথা সকল হিন্দুশাস্ত্র বিশারদ পন্ডিতমন্ডলী স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃত বৈদিক ধর্ম হল একেশ্বরবাদের ধর্ম। সেখানে মূর্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা, বস্তু পূজার কোন স্থান নেই। সুতরাং ইন্দ্র বরুণ, অগ্নি প্রভৃতির বস্তুগত অর্থ গ্রহণ করলে বেদ এবং বৈদিক ধর্মের সত্যস্বরূপকে বিকৃত ও বিনষ্ট করা হবে। অথচ বেদের দ্বারাই বেদ ও বৈদিক ধর্মে অবলুপ্তি, বিকৃত ও অপকৃষ্টি সাধন অসম্ভব ব্যাপার, অতএব, স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমানিত হচ্ছে যে, ঐগুলো গুণগত, আধ্যাত্মগত ও রূপ অর্থে প্রযোজ্য হয়েছে। এতেই বেদসমূহ ধর্মগ্রন্থের মর্যাদায় অধিষ্ঠিতহবে।

প্রশ্ন হল, বেদ কোন রূপক অর্থে লিখিত হয়েছিল? কারণ, মূল বেদকে দেবভাষা হতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করার যুগে শাসক, ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষ জাতিবেধ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েন। তারা বিশেষ শ্রেণী ছাড়া পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য বেদ পাঠ, শ্রবণ ও দর্শন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। বরং তজ্জন্য অমানুষিক শাস্তির বিধান প্রণয়ণ করেন। এমনকি যাতে কোন মানুষ আড়ালে বৃক্ষের অন্তরালে, অন্ধকারে আত্মগোপন করে, বায়ূ প্রবাহে কর্ণপাত করে দূর হতে না শুনতে পায়, তজ্জন্য মেঘাচ্ছন্ন দিনে, ঝড়ের সময়, বৃক্ষের ছায়ার, শস্যক্ষেত্রে বা গ্রামে ও অরণ্যে বেদ পাঠ করা নিষিদ্ধ করা হয়। (অর্থব বেদ ৭ম খন্ড ৬ষ্ঠ অনুবাক ২য় সুক্ত ৭ম মন্ত্রে)। এতো সতর্কতা ও কঠোরতা স্বত্বেও কুক্ষিগত আত্মা শান্ত হয়নি। অনাহুত আতঙ্কে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। যদি কেউ বেদ পড়ে ফেলে, জেনে ফেলে, শুনে ফেলে, আমাদের সকল স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য

আত্মাভিমান, পরাক্রমতা, মানব শাসন ও শোষণ বন্ধ হয়ে যাবে। তখন তারা বেদকে রূপক ভাষায় রূপান্তরিত করে দেন।

ভারতবর্ষের হিন্দুদের করণীয়:

ভারতীগণ যে কল্কিকে ভগবানরূপে জ্ঞান করেন, মুসলমানগণ সেই কল্কি অবতারেরই শিষ্য। কল্কি ভারতীগণের বহু কল্যাণ সাধন করবেন বলে উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রত্যেক ভারতীয় ব্যক্তির উচিত কল্কি অবতারে উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কারণ, অন্তিমঋষি অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহী এবং তরবারী ধারণকারী হবেন। অথচ বর্তমান কাল অশ্ব ও তরবারী যুগ অতক্রম করেছে এবং ভবিষ্যৎকাল তা ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। ভারতীয় মুসলমানগণকে ভিন্ন মনে করা ঠিক নয়। ইসলাম ও মুসলমান আরবী শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে ঈশ্বরাজ্ঞা পালন, ধর্ম, সনাতন ও ধর্ম তথা আস্তিক ব্যক্তি।

যে ব্যক্তি অন্ধের ন্যায় স্বীয় সনাতন ধর্মকে সংকীর্ণ করে এবং অন্য ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করে পারস্পারিক দ্বন্ধ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, তাকে ঈশ্বরের রাজত্বে অগ্নি দগ্ধ করা হবে। আমি গবেষণামূলক এ গ্রন্থকে পক্ষপাতিত্ব করে লিপিবদ্ধ করিনি। বরং অন্তর্যামীর নিকট হতে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে এটা লিপিবদ্ধ করেছি। কারণ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ও বৈরিতা এবং পারস্পারিক প্রাণহত্যা ঈশ্বরকে ব্যথিত করে তুলে। শিক্ষা দেয়া উপদেশকের কাজ; পালন করানো নয়। যিশুখৃষ্ট যে আহমদ (ঈশ্বরের প্রশংসাকারী) এর আগমনের ভষিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বেদব্যাস যে কল্কি অবতারের আবির্ভাব বাণী ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর সাক্ষ্য দেয়াই আমার কর্ম। খৃষ্টানগণ কল্কিকে না মানতে পারে, কিন্তু ভারতীয়গণ অবশ্যই তাঁকে স্বীকার করবেন।

কল্কি অবতার ও মুহাম্মদ সাহেবের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সামঞ্জস্য আমি দেখিতে পাইয়াছি, তারপর আমি আশ্চর্য হইয়া যাই যে, ভারতীয়গণ কেন কল্কি অবতারের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন এবং নি:সন্দেহে তিনি মুহাম্মদ সাহেব। মৌলিক ধর্ম নীতির দৃষ্টিতে উভয়েই এক। কিন্তু সংকীর্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ইহা অবগত নহে। পুরাণে বর্ণিত চর্তুবিংশতম (২৪) অবতারের বর্ণনা এবং ভগবত পুরাণের দ্বাদশ স্কদে (অধ্যায় যাবতীয় বৃত্তান্ত দেখিয়া সম্পূর্ণ প্রমানিত হইল যে একমাএ মুহাম্মদ সাহেবের সঙ্গে উহার পরিপূর্ণ মিল আছে। তখন আমার বিশ্বাস হইল যে, তিনিই কল্কি অবতার এবং তাঁহার প্রদর্শিত ধর্ম দ্বারা বৈদিক ধর্ম নতুনরূপে পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছে। এমন একদিন নিশ্চয় আসিবে, যখন সকলে

www.islamijindegi.com

এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং ভারতের ব্রাহ্মণ, শৈব, শাক্ত, জৈন হোক বা বৌদ্ধ হোক সকল শ্রেণীর মানুষ দ্বারা ইসলাম ধর্ম স্বীকৃতি লাভ করবে।

এ হল ডাক্তার বেদ প্রকাশের বিস্তারিত বিবরণের সার সংক্ষেপ। যে কোন হিন্দু ভাই এটাকে মনোযোগ সহকারে পড়লে তিনি মহা সত্যে উপণীত হবেন। এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধর্ম গ্রহণ করতে তার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ থাকবে না। আর তখনই তিনি ইহকালে যেমন পাবেন শান্তির জীবন তেমনি পরকালে পাবেন মহা সফলতা ও অনাবিল শান্তিময় জান্নাত।

বৌদ্ধদের কিতাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বৌদ্ধদের প্রামান্যগ্রন্থ দিঘা কিনায় উল্লেখ করা হয়েছে মানুষ যখন গৌতমবুদ্ধের কথা ভুলে যাবে, তখন আর একজন বৌদ্ধ আসবেন তার নাম 'মৈত্রেয়' (সংস্কৃত মৈত্রেয়) অর্থাৎ শান্তি ও করুণায় বুদ্ধ নিতে সিংহল থেকে প্রাপ্ত একটি প্রমাণ উল্লেখ করেছি, যাতে উপরোক্ত কথার সমর্থন আছে।

আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনার মৃত্যুর পর কে আমাদিগকে উপদেশ দেবে?

বৃদ্ধ বলিলেনঃ আমিই একমাত্র বুদ্ধ বা শেষ বুদ্ধ নই, আমার পর যথা সময়ে আর আরেকজন বুদ্ধ আসিবেন, যিনি আমার চেয়েও পবিত্র এবং অধিকতর আলোক প্রাপ্ত, যিনি একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্মমত প্রচার করিবেন।

আনন্দ আবার জানিতে চাইলঃ আমরা তাহাকে চিনিব কীভাবে?

বুদ্ধ বলিলেন, তাহার নাম হইবে মৈত্রেয়।

এই শান্তি ও করুণাময় বুদ্ধ যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাতে কোন সন্দেহ নাই। কুরআনে কারীমেও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিবরণ এরূপই এসেছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তিনি রহমাতুললিল আলামীন তথা সমগ্র বিশ্বজাহানের জন্য রহমতের মূর্তপ্রতীক হবেন।

পার্শী ধর্মশাস্ত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

পার্শী জাতির ধর্মগ্রন্থের নাম 'জিন্দা বেস্তা' ও 'দাসাতীর'। জিন্দা বেস্তায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে। এমনকি সেখানে 'আহমদ' নামটি পর্যন্ত

উল্লেখ আছে। প্রমাণ স্বরূপ ইংরেজী একটি শ্লোকের অনুবাদ তুলে ধরা হচ্ছে-

আমি ঘোষনা করছি, হে স্পিথাম থুষ্টু! পবিত্র আহমাদ (ন্যায় বান্দাদিগের আশীর্বাদ) নিশ্চয় আসবেন। যার নিকট থেকে তোমরা সৎ চিন্তা, উপদেশ বাক্য, সৎ কার্য এবং বিশুদ্ধ ধর্ম লাভ করিবে।

দাসাতীর গ্রন্থেও অনূরূপ আরেকটি ভবিষ্যতবাণী আছে। যার সারমর্ম এই যখন পার্শীরা নিজেদের ধর্ম ভুলে গিয়ে নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছবে, তখন আরব দেশে এক মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করবেন। যার শিষ্যরা পারস্য দেশ এবং দুর্ধর্ষ পারশিক জাতিকে পরাজিত করবে। যারা নিজেদের মন্দিরে আগুন পূজা না করে ইবরাহীমের কাবার দিকে মুখ করে ইবাদত করবে। করবে সেই কাবাকে প্রতিমা মুক্ত। সেই মহাপুরুষের শিষ্যেরা হবে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতের নিদর্শন।

তারা পারস্য, মাদায়েন, তুস, বলখ সহ পারস্যবাসীরা পবিত্রস্থান সমূহ অধিকার করবে। তাদের পয়গম্বর একজন বাগ্মী পুরুষ হবেন। তিনি অনেক অদ্ভূত কথা বলবেন।

সূত্র: Muhammad in World scriptures -By A. Haq vidyarthi p.47

অমুসলিম এন.জি.ও-দের ব্যাপারে মুসলমানদের করনীয় কি?

যাবতীয় বিধর্মী আগ্রাসন থেকে স্বীয় দীন ও ঈমানের হিফাজত করার জন্য মুসলমানদের সর্বতোভাবে তৎপর হতে হবে। এ জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা কর্তব্য:

ক) দীনী তাবলীগ ও তা'লীমের প্রতি বেশী বেশী গুরুত্বারোপ করা। প্রত্যেক মাদ্‌রাসার আসাতিযাগণ মাদ্‌রাসা এলাকায় এবং নিজের বাড়ীর এলাকায় নিঃস্বার্থ ভাবে দীনের দাওয়াত পৌঁছে দিবেন। যে সমস্ত এলাকায় এখনও মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেসব এলাকায় বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের এবং দক্ষিণ বঙ্গের অন্ততঃ প্রতিটি থানায় একটি করে খালিস দীনী কওমী মাদ্‌রাসা কায়িম করা অপরিহার্য। কারণ, প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যমানায় বেসরকারী কওমী মাদ্‌রাসাগুলোই দীনের দূর্গ হিসেবে পরিগণিত; ক্যান্টনমেন্টের আশে পাশের লোকেরা যেমন নিরাপত্তা পায়, তেমনিভাবে মাদরাসার আশপাশের লোকের বহু রকম বদদীনী ফিৎনা থেকে নিরাপদ থাকে।

খ) আজ থেকে ৪০/৫০ বৎসর পূর্বে মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. খৃষ্টানদের অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে সচেতন করার লক্ষ্যে বহু সংখ্যক ছোট ছোট পুস্তক রচনা করেছিলেন, কিন্তু জাতি তখন থেকে অদ্যাবধি মাওলানা ফরিদপুরীর দিলের ব্যথা বুঝতে সক্ষম হয়নি; তাই এখনও সময় আছে, তাঁর লেখা পুস্তক সমূহের ব্যাপক প্রচার ও বাস্তব কর্মসূচীর মাধ্যমে এখনও খৃষ্টানদের অপতৎপরতার মুকাবিলা করে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব। এ কথা সত্য যে, দেশবাসী এখনও সচেতন না হলে; এদেশ ও জাতির ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। মাওলানা ফরিদপুরী রহ. প্রণীত সেই সকল বই সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে।

১। বৃটিশ শাসনের বিষ্ফল
২। পাদ্রীদের গোমর ফাঁক
৩। শত্রু থেকে হুশিয়ার থাক
৪। আল্লাহর প্রেরিত ইনজীল কোথায়?
৫। ইংরেজী পড়িব না কেন? ইত্যাদি

গ) প্রত্যেক আলেম, ওয়ায়িয, লেখক, সাহিত্যিক, মুবাল্লিগ, মু'আল্লিম প্রমুখ সকলে তাদের স্ব-স্ব লিখনী, ওয়াজ ও তাদের বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে খৃষ্টানদের সেবার মূল লক্ষ্য যে মধুর নামে বিষ পান করানো, তা তুলে ধরতে সচেষ্ট হবেন এবং এদেশের অধিকাংশ এন,জি,ও (সেবা মূলক প্রতিষ্ঠান) গুলো যথা ব্র্যাক, কারিতাস, কেয়ার, গ্রামীণ ব্যাংক, নিজেরা করি, ইত্যাদি খৃষ্টানদের অর্থে তাদের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে, তা সপ্রমাণে তুলে ধরতে প্রয়াসী হবেন। এদের হাসপাতালে রোগীদের ধোঁকা দেয়ার পলিসি সম্পর্কে বুঝাতে হবে যে, প্রথমে এরা ভুয়া নকল ঔষধ দিয়ে মুহাম্মদের নামে খেতে বলে।

ঐ ঔষধে কাজ না হলে, পরের দিন আসল ঔষধ দিয়ে "যীশুর" নামে খেতে বলে। তারপর রোগ ভালো হলে বলে দেখ, তোমাদের নবী ঠিক হয়ে থাকলে, একই ঔষধে তুমি সুস্থ হলে না কেন? কাজেই শুন, মুহাম্মদ (নাউযুবিল্লাহ) মুর্খ ছিলেন, শয়তানী শক্তি দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। আরববাসীরা জাহিল ছিল, তাই মুহাম্মদ তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে তার দীন চালু করতে পেরেছিলেণ। অথচ তার ধর্ম বেকার। তাই সারা দুনিয়ার (আরব বিশ্বসহ?) মুসলমানরা গরীব।

অপর দিকে যীশু শিক্ষিত লোক ছিলেন। তার ধর্মই ঠিক। তিনি খৃষ্টানদের জন্য আর্শিবাদ করে গেছেন; তাই বিশ্বের সব খৃষ্টানরা ধনী

ইত্যাদি। ইসলামের ধারক-বাহকদের দায়িত্ব যে, তারা মানুষকে সতর্ক করবেন যে, খৃষ্টান মিশনারী চক্রের রাস্তা-ঘাট, পুল-ব্রীজ, স্কুল - কলেজ, দুস্থ ও গরীবদের সেবা সবই একই লক্ষ্যে, অর্থাৎ সেবার মাধ্যমে পরিচিত হয়ে উপকারী সেজে তাদেরকে খৃষ্টান ধর্মের দাওয়াত দেয়া ও খৃষ্টান বানানো। কথায় বলে, মানুষ উপকারের দাস। এভাবেই তারা সহজে নিরীহ মুসলমানদেরকে বশ করছে। যাতে করে অদূর ভবিষ্যতে তারা বিনা যুদ্ধে সেবার নামে এদেশ দখল করতে পারে।

তারা কোন এলাকায় তাদের মিশন অনুযায়ী কাজ করার প্রোগ্রাম বানালে প্রথমেই তারা এলাকার প্রভাবশালী নেতা ও মাতাব্বার ধরনের লোকদেরকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে কিনে ফেলে। কিছু বখাটে যুবকদের চাকুরীর সুবিধা দিয়ে দলে ভিড়ায়। আর উচ্ছৃঙ্খল বেহায়া কিছু মেয়েদেরকে চাকুরী দিয়ে গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের চাকুরীর লোভ দেখিয়ে বাড়ীর বাহিরে নিয়ে আসে। হাজারো পুরুষ বেকার রয়েছে, কিন্তু তাদেরকে ওরা চাকুরী না দিয়ে পর্দানশীন গৃহবধুদের নিয়ে টানা হেঁচড়া করে। তাদের পরিকল্পনা, তারা মুসলিম মেয়েদেরকে বাড়ির বাহিরে করেই ছাড়বে। যাতে করে যিনার সয়লাব বইতে পারে। তারা মেয়েদের শ্লোগান শিখায় স্বামীর কথা মানব না ভাঙ্গা ঘরে থাকব না গ্রামীণ ব্যাংক ছাড়ব না ইত্যাদি।

আফসোসের বিষয় আজ মুসলমানদের দীনী ও আর্থিক দৈন্যের সুযোগ নিয়ে সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে তারা মুসলমানদের ছেলেদের দ্বারা নিজেদের সকল প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত করছে। নির্বোধ মুসলিম বাচ্চারা চারটা পয়সার জন্য এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, মুসলমানদের ঈমান আক্বীদা, মা বোন ও অবলা নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রম সবই খ্রীষ্টানদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এভাবে তারা কলুর বলদের ভূমিকা পালন করে এদেশটাকে ধ্বংসের অতল গহবরের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এসব এন.জি.ও দের খবরগীরি করার জন্য কেউ নেই যে, তারা সেবা করছে, না দেশটা ধ্বংস করছে। সাংবিধানিক ভাবে এরা যদিও ওয়াদাবদ্ধ যে, তারা শুধু সেবাই করবে, কোনরূপ খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করবে না; বা রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

কিন্তু এই দস্তাবীজের ওয়াদা তাদের কাছে মূল্যহীন। সেবার আড়ালে তারা স্বার্থ প্রণোদিত সবকিছুই করে যাচ্ছে। এমন কি রাজনৈতিক অঙ্গনেও তারা দেশদ্রোহীদের ভূমিকা রাখছে। কিন্তু সরকার এদের সামনে নির্বিকার, বাকরুদ্ধ। কারণ এদের খুঁটি অত্যন্ত মজবুত। যখনই এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে যাবে, বিদেশী প্রভুদের দ্বারা তাদেরকে

ক্ষমতা থেকে আউট করে দেয়া হবে। এ নাজুক মুহূর্তে সরকারের দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। ইসলাম ও দেশ উভয়টাই হুমকির সম্মুখীন হয়ে আছে। বাস্তব এটাই যে, যারা ক্ষমতায় আসে তারা নিজেদের গদী সামলাতে ব্যস্ত, তারা তাদের ক্ষমতার মোহে এদেরকে কিছু বলতে সাহস পায় না। সুতরাং এ মুহূর্তে উলামায়ে কিরামের সজাগ হতে হবে। জন সাধারণকে সচেতন করতে হবে। এদের মুখোশ জাতির সামনে উম্মোচন করে দিতে হবে।

ঘ) প্রত্যেক এলাকায় ধনীদের সাহায্যে উলামাগণের পরামর্শে মুসলিম মিশন গড়ে তুলে দুস্থ মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে হবে, বস্ত্রহীনদের বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে হবে, যারা চিকিৎসার অভাবে কষ্ট পাচ্ছে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, যারা বে-কার বিনা সূদে সহজ কিস্তি তে তাদের রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে। ইয়াতীম ও বিধবাদের যাকাতের অর্থে ভরণ-পোষণ করতে হবে। তাহলে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিজাতীয় সেবকের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এ দেশের নিরীহ লোকেরা দীন-ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে; খৃষ্টানরা বৃহত্তর দিনাজপুরে বা পার্বত্য চট্টগ্রামে অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র কায়িম করতে চায়। সেখানে তারা ডবল মূল্য দিয়ে প্রচুর জমি খরিদ করছে এবং যারা খৃষ্টান ধর্ম কবুল করছে, তাদের অনেককে সেখানে পূনর্বাসন করে। এভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তারা আরেকটি “ইসরাঈল” রাষ্ট্র কায়েম করে এ দেশে তাদের প্রভুত্ব পুরাপুরী প্রতিষ্ঠিত কতে চায়। তাই আজ মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের এ অশুভ তৎপরতা রোধ করতে হবে। এ মুহূর্তেই সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা অপরিহার্য।

সমাপ্ত

www.islamijindegi.com